খণ্ড ৭, সংখ্যা ০৯

১-১৫ নভেম্বর, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

দিওয়ালি স্পেশাল

‘ভোকাল ফর লোকাল’

একটি আহ্বান যা হয়ে উঠেছে

জাতীয় সংকল্প

১২ বছর আগে শুরু হওয়া, ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর আহ্বানটি পরিণত হয়েছে জাতীয় সংকল্পে, যা ১৪০ কোটি ভারতীয়ের হৃদয়ে অনুরণিত হচ্ছে। মাটির প্রদীপ থেকে সেমিকন্ডাক্টর চিপ, খাদি থেকে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র পর্যন্ত, এটি ভারতের প্রত্যাশার সমগ্র প্রেক্ষাপটকে জুড়ে আছে — তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করা থেকে জাতীয় নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করা পর্যন্ত।





Follow Us @NISPIBIndia

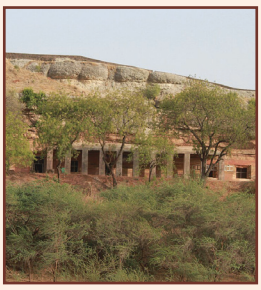
ইউনেস্কোর সম্ভাব্য তালিকায় পাঁচটি নতুন ভারতীয় স্থান

সমৃদ্ধ-বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য

ভারতের ইউনেস্কোর সম্ভাব্য তালিকায় পাঁচটি নতুন ঐতিহ্যশালী স্থান ও প্রস্তাবনা যুক্ত হয়েছে। এই সংযোজনের সঙ্গে তালিকায় ভারতীয় স্থানের মোট সংখ্যা পৌঁছেছে ৭৮-এ। নব সংযোজিত স্থানগুলির মধ্যে আছে বাঘ গুহাচিত্রের বৌদ্ধ ম্যুরাল, চম্বল উপত্যকার মন্দিরগুলি, গুপ্ত-যুগের উদয়গিরি গুহা এবং গিন্নোরগড়ের জনজাতীর ঐতিহ্য। এই স্থানগুলি ভারতের সমৃদ্ধ সভ্যতার ঐতিহ্য এবং জাতীয় পরিচয়কে প্রতিফলিত করে। এই অগ্রগতি ভারতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিশ্বমঞ্চে তা উপস্থাপিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টিকে তুলে ধরে...



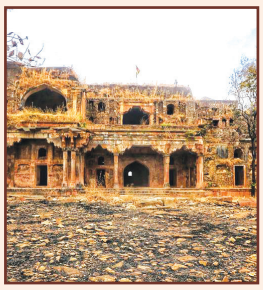
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ধারাবাহিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রস্তাব, সত্যাগ্রহের স্থানসমূহ



বাঘ গুহাচিত্রের বৌদ্ধ ম্যুরাল



গুপ্ত-যুগের উদয়গিরি গুহা



গিন্নোরগড়ের জনজাতীয় ঐতিহ্য



চম্বল উপত্যকার মন্দিরগুলি

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৭, সংখ্যা ০৯ | নভেম্বর ১-১৫, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুলচাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
সত্যম সিং
অনিল কুমার



১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

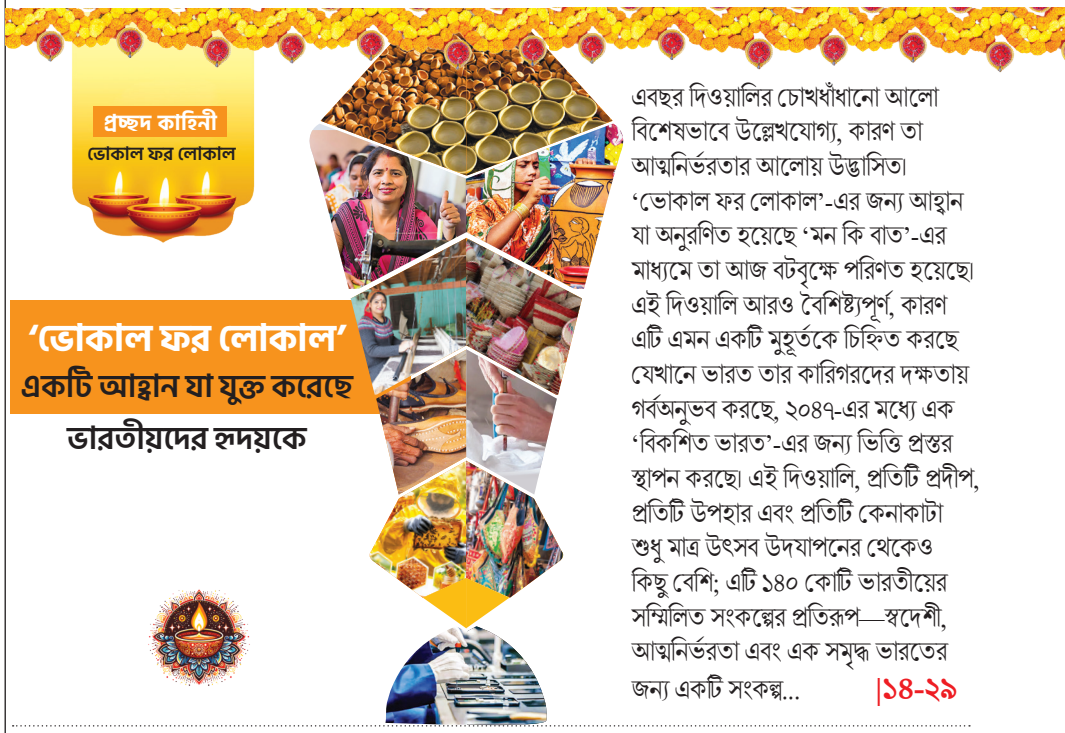
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

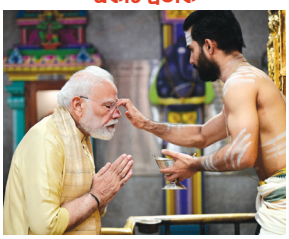


‘ভোকাল ফর লোকাল’ একটি আহ্বান যা যুক্ত করেছে ভারতীয়দের হৃদয়কে

এবছর দিওয়ালির চোখধাঁধানো আলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তা আত্মনির্ভরতার আলোয় উদ্ভাসিত। ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর জন্য আহ্বান যা অনুরণিত হয়েছে ‘মন কি বাত’-এর মাধ্যমে তা আজ বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এই দিওয়ালি আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ এটি এমন একটি মুহূর্তকে চিহ্নিত করছে যেখানে ভারত তার কারিগরদের দক্ষতায় গর্বঅনুভব করছে, ২০৪৭-এর মধ্যে এক ‘বিকশিত ভারত’-এর জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছে। এই দিওয়ালি, প্রতিটি প্রদীপ, প্রতিটি উপহার এবং প্রতিটি কেনাকাটা শুধু মাত্র উৎসব উদযাপনের থেকেও কিছু বেশি; এটি ১৪০ কোটি ভারতীয়ের সম্মিলিত সংকল্পের প্রতিরূপ—স্বদেশী, আত্মনির্ভরতা এবং এক সমৃদ্ধ ভারতের জন্য একটি সংকল্প... |১৪-২৯

জনসেবার মাধ্যমে ২৫ বছরের দেশ সেবা

নব ভারতের সম্মিলিত শক্তির একটি প্রতীক



তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী ‘আমরা করে দেখাব’ এই চেতনাকে নতুন ভারতের সম্মিলিত শক্তির প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন... |৮-১৩

একজন ভারতীয় পাইলটের সাহস

ভারতীয়রা জীবন রক্ষাকারী, জীবন হরণকারী নয়



প্রধানমন্ত্রী মোদী ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বললেন ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারের সঙ্গে, তাঁর সাহসিকতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করে এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন... |৩০-৩১

সংক্ষিপ্ত সংবাদ |৪-৫

এমএসএমই-এর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার তহবিল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আইটিএলএ প্রতিষ্ঠারও অনুমোদন দিয়েছে |৬-৭

ডিজিটাল সংযোগ: ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন দিকনির্দেশ
প্রধানমন্ত্রী মোদী দশম ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসে ভাষণ দিলেন |৩২-৩৩

মানবকেন্দ্রিক শাসন: সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য
প্রধানমন্ত্রী মোদী তিনটি মন্ত্র তুলে ধরেছেন: মানবকেন্দ্রিক মনোভাব, অতি সক্রিয়তা এবং সুপ্রশাসন |৩৪-৩৫

জনজাতি সমাজের উন্নয়ন... তাদের ঐতিহ্য উদযাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা
পিএম জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযানের তিন বছর |৩৬-৩৭

ক্ষমতায়নের শক্তি
পিএম মোদী ক্লসবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে ভাষণ দিলেন |৩৮-৩৯

এশিয়ান গেমস ২০২৬: এক ছোখধাঁধানো যাত্রা, মনে রাখার মতো সাফল্য
ভারত ২১টি সোনা, ২৭টি রুপো এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থান পেয়েছে |৪০-৪২

লাদাখের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের আরেকটি অধ্যায়
প্রধানমন্ত্রী মোদী ৩,৩৫০ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্প উদ্বোধন করলেন... |৪৩

ব্যক্তিত্বঃ ডঃ পদ্মাবতী বন্দোপাধ্যায়
ভারতের প্রথম মহিলা এয়ার মার্শাল |৪৭

শ্রদ্ধার্ঘ্য: বিদায়, নানা পটেকর |৪৮



ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যতকে লালন অগ্রগতির জন্য প্রত্যাশা

পিএম মোদী তামিলনাড়ুর জন্য ১৩,০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রকল্প উন্মোচন করলেন এবং জাতির উদ্দেশে একটি মস্তিষ্ক গবেষণা কেন্দ্র উৎসর্গ করলেন... |৪৪-৪৬

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, আরএনআই নং: DELENG/2020/78811

সম্পাদকীয়

এই দীপাবলিতে আপনার বাসগৃহ আলোকিত করুন স্বদেশী পণ্যে

উষ্ণ শুভেচ্ছা,

উৎসবের মরশুমে প্রতিটি বাড়িতেই আনন্দের পরিবেশ। সেজে উঠেছে বাজার এবং বাড়ির সকলেই কেনাকাটাতে ব্যস্ত। আমাদের শিশুকালে দীপাবলির জন্য মাটির প্রদীপ কিনে নিয়ে আসার অভিজ্ঞতা এখনও অমলিন। কুম্ভকারদের তৈরি প্রতিটি প্রদীপেই শুধু আলোর বিচ্ছুরণ নয়, জড়িয়ে রয়েছে একটি পরিবারের কঠোর পরিশ্রম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্যাস।

এ বছরে দীপাবলির বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জনসেবায় ২৫ বছর অতিবাহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে তিনি 'বিকশিত ভারত' এবং 'আমরা তা অর্জন করব' - এই বার্তা দিয়েছেন। ২০৪৭ নাগাদ বিকশিত ভারতের লক্ষ্যপূরণের যাত্রায় অন্যতম চালিকাশক্তি হল স্বনির্ভরতা এবং এক্ষেত্রে স্বদেশীর বড় ভূমিকা রয়েছে। 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর আহ্বান এখন আর নিছক একটি স্লোগান নয়, তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

একবার ভাবুন – একটি ছোট্ট পণ্য ক্রয় একজন কারিগরের বাড়িতেও আলো জ্বালিয়ে দিতে পারে। আমরা যে উপহার দিয়ে থাকি তা হোক স্বদেশী; আমাদের পোশাক হোক ভারতে তৈরি; আমাদের সজ্জায় ভারতীয় পণ্য ব্যবহৃত হোক; আমাদের আলোকসজ্জার উপকরণ হোক দেশে তৈরি বাতি ও মোমবাতি। স্বদেশী পণ্য উপহার দিলে আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও হার্দিক ও উষ্ণ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন।

আমাদের শরীর, মন এবং অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে স্বদেশীর মন্ত্র প্রতিফলিত হোক। এই উৎসবের মরশুমে সগর্বে ঘোষণা করি, "এটি স্বদেশী"। একটি মন্ত্র – 'ভোকাল ফর লোকাল'; একটি পথ – 'স্বনির্ভরতা'; একটি লক্ষ্য – 'বিকশিত ভারত'। সেজন্যই এই সংখ্যায় উৎসবের লগ্নে আমাদের প্রচ্ছদ নিবন্ধের বিষয় হল – 'ভোকাল ফর লোকাল'।

এই সংখ্যার একটি বড় বিষয় হল, জনসেবা থেকে রাষ্ট্রসেবা – সরকার প্রধান হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছর পূর্তি। ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন ভারতের প্রথম এয়ার মার্শাল ডঃ পদ্মবতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এছাড়া রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং বিগত একপক্ষকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন কর্মসূচির ওপর লেখা।

দ্বিতীয় প্রচ্ছদে রয়েছে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্ভাব্য তালিকা এবং ১২ নভেম্বর 'জন-পরিষেবা সম্প্রচার দিবস' উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ।

আপনাদের মতামত ও বক্তব্য পাঠাতে থাকুন।

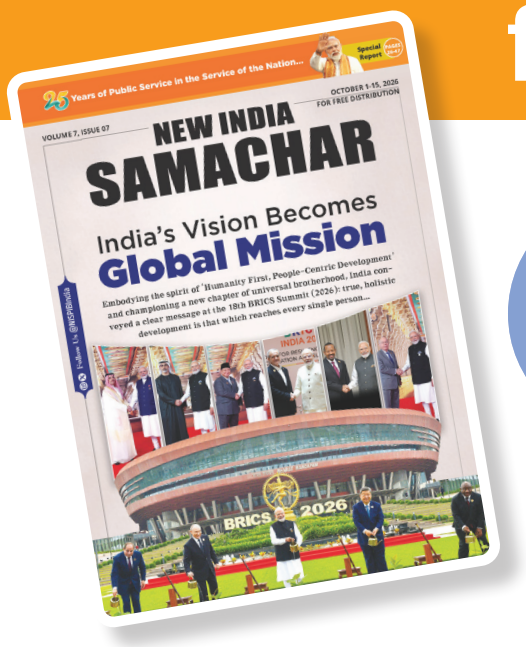


(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়া/ডাউনলোড করার লিঙ্ক

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠিপত্র





‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকা : সাম্প্রতিক নানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকার পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী

আমি ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত পাঠক। ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, নীতি এবং সাম্প্রতিক নানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকার ক্ষেত্রে এই পত্রিকা অত্যন্ত কার্যকরী। এর ফলে দেশের প্রগতি সম্পর্কে আমার জানাশোনার পরিধি বাড়ে এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে কর্তব্য পালনের বিষয়টিও আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি।

নিবেশ গোয়েল
goyalnivesh98@gmail.com

নতুন সংখ্যার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি

আমি ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকাটি পড়তে অত্যন্ত ভালোবাসি এবং অপেক্ষা করে থাকি পরের সংখ্যার জন্য। প্রতিবারই দেশের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারি। তাছাড়াও, উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনা এবং ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর অভিমুখে দেশ কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাও বোঝা যায় এই পত্রিকাটি পড়লে।

shivanshchouhan397@gmail.com

সাম্প্রতিক নানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অসাধারণ মাধ্যম

শিক্ষক হিসেবে আমি শিখতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যাবতীয় জ্ঞাতব্য ভাগ করে নেওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। আমি নিয়মিত ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ ডাউনলোড করি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রকল্প এবং সাম্প্রতিক নানা বিষয় সম্পর্কে তথ্যের আকর এই পত্রিকা। তা পড়লে বোঝা যায় ‘নতুন ভারত’-এ উন্নয়নের কাজ কিভাবে এগিয়ে চলেছে।

প্রদীপ কুমার সাহু
pradeepgrasshopper@gmail.com

জ্ঞান ও দক্ষতার পরিধি বৃদ্ধি পায়

আমি নিয়মিত ‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’ পত্রিকাটি পড়ি। অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ এই পত্রিকায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির খতিয়ান থাকে। আমি নিজেও সমৃদ্ধ হই এবং আমার জ্ঞান ও দক্ষতার পরিধি বিস্তৃত হয়। পত্রিকাটি পড়ে নতুন আরও কিছু শেখা আমি সত্যিই উপভোগ করি।

ভাস্কর সিং মাহার
bhaskarmahar65@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি - ১১০০০৩

E-Mail: response-nis@pib.gov.in

সংবাদ সংক্ষেপ

ভিবি-জি রাম জি-র আওতায় ৩৭৫ ধরনের কাজকে আনা হচ্ছে

বিকশিত ভারত – গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)-এর আওতায় এখন মোট ৩৭৫ ধরনের কাজ হবে। আগে এমজিনারেগায় হত ২৬৬ ধরনের কাজ। একটি নতুন বিভাগে ৩৮ ধরনের বিশেষ কাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; এইসব কর্মকাণ্ড চরম আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত।

বিন্দু সেচ, সিঞ্চন প্রণালী, বাড়ির ছাদে বৃষ্টির জল ধরা এবং জল সংরক্ষণের কাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভাগে। জল সরবরাহ প্রণালীর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি জল জীবন মিশনের আওতায় আনা হয়েছে। নতুন তালিকায় বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে সক্ষমদের চাহিদা প্রাধান্য পেয়েছে – যেমন সরকারি বাড়িতে সিঁড়ি ও র‍্যাম্প নির্মাণ।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য কর্মকাণ্ড

নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কৃষক, অসুবিধার মধ্যে থাকা পরিবার, মহিলা এবং গ্রামীণ যুবাদের স্বার্থ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট নানা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ১৮১ ধরনের কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্যক্তিস্তরে সুযোগ-সুবিধার সহায়ক ৫২ ধরনের কাজ রয়েছে। একইভাবে অন্ত্যোদয়ের ক্ষেত্রে ১০৭ ধরনের কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত ৩৬ ধরনের কর্মকাণ্ড তালিকাভুক্ত। যুবাদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও অন্তর্ভুক্ত ৩৬ ধরনের কর্মকাণ্ড।





ভারতে দারিদ্র্য আরও কমবে : বিশ্বব্যাঙ্ক

অক্টোবরের বিবৃতিতে বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছে, দারিদ্র্য দূরীকরণে বিগত এক দশকে অনেকদূর এগিয়েছে ভারত। এক্ষেত্রে কাজে দ্রুতিতে এই দেশ রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সাফল্যের ভাগিদার দেশগুলির তালিকায়। ২০২৬-এ দারিদ্র্যের হার ১৪.২ শতাংশ – ২০২৮-এ তা দাঁড়াবে ১২.১ শতাংশে।

বিশ্বব্যাঙ্ক আরও বলেছে যে ২০১১-২০২৩-এর মধ্যে দৈনিক ৪০০ টাকার ওপর ভিত্তি করে জীবন নির্বাহ করা মানুষের সংখ্যা ৫৭.৭ শতাংশ থেকে কমে ১৬.১ শতাংশ হয়েছে। দারিদ্র্যের গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেছেন প্রায় ৪৯ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ। অন্যদিকে, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা মানুষের অনুপাত ২৭.১ শতাংশ থেকে কমে ২.৬ শতাংশ হয়েছে। এর প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থানের প্রসার – বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে। এছাড়াও, সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্যের সংস্থান এবং ভোগব্যয়ের বৃদ্ধিও এক্ষেত্রে বড় কারণ।

ভারতের ক্রমপ্রসারমান সুপারকম্পিউটিং পরিমণ্ডল

‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ উদ্যোগের পাশাপাশি ভারত নিজের তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিমণ্ডল আরও জোরদার করছে। এর ফলে দেশে অত্যাধুনিক কম্পিউটিং পরিকাঠামোর চাহিদা বাড়ছে। ভারতে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ ডেটা তৈরি হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং মহাকাশ গবেষণার জন্য কম্পিউটিং-এ দক্ষতা আবশ্যিক। সেজন্যই কেন্দ্রীয় সরকার গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে সুপারকম্পিউটিং পরিষেবা আরও সহজলভ্য করে তুলছে। জাতীয় সুপারকম্পিউটিং মিশনের সুবাদে ভারতে কাজ করে চলেছে ৪০টি সুপারকম্পিউটার। ২০২৬-এর সেপ্টেম্বরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এক্ষেত্রে মোট ক্ষমতা ৬৮ পেটাফ্লপ। লক্ষ্য হল, ৫০টি এ ধরনের প্রণালী তৈরি করা যার মোট ক্ষমতা হবে ১২৩ পেটাফ্লপের বেশি।





ক্যান্সারের ওষুধ আরও সস্তা হবে;
বছরে ২,৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয়ের আশা

সরকার, তালিকাভুক্ত নয় এমন ক্যান্সারের ওষুধের বাণিজ্যিক মুনাফার অনুপাত (সরবরাহ এবং খুচরো মূল্যের ব্যবধান) সর্বোচ্চ খুচরো মূল্যের ৩০ শতাংশে বেঁধে দিয়েছে। এর ফলে অনেক ওষুধের দাম ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে এবং সাধারণ মানুষের ২,৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হতে পারে।

বর্তমানে সরকার কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় 'তালিকাভুক্ত' ক্যান্সারের ওষুধের দামই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ঐ তালিকার বাইরেও প্রযোজ্য হবে। আওতায় আসবে ব্র্যান্ডেড ও জেনেরিক, দেশী ও বিদেশি, পেটেন্টেড ও পেটেন্টেড নয় এমন আরও অনেক ওষুধ। সরকারের হিসেব অনুযায়ী, এইসব ওষুধের দাম সরবরাহ শৃঙ্খল জুড়ে প্রায় ১৭০ শতাংশ বেড়ে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৭০০ শতাংশেরও বেশি হয়। ২০১৯-এ ২২টি তালিকাভুক্ত নয় এমন ক্যান্সারের ওষুধের বিক্রিতে লাভের পরিমাণে হ্রাস টানায় ৫২৬টি ব্র্যান্ডে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য ৯১ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। রোগীদের সাশ্রয় হয়েছে ৯৮৪ কোটি টাকা।

'সঞ্চার সাথী' সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে...
৫,০০০ কোটি টাকার জালিয়াতি আটকানো গেছে

টেলি-যোগাযোগ ক্ষেত্রের সম্পদ যাতে সাইবার অপরাধ কিংবা আর্থিক জালিয়াতিতে ব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করতেই চালু হয় 'সঞ্চার সাথী' পোর্টাল। এর ফলে, জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, ৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের জালিয়াতি রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-এর মে মাসে চালু হওয়া এই পোর্টালে অভিযোগ নথিভুক্ত করেছেন ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ। ৪ কোটি মানুষ নিজেদের নামে মোবাইল সংযোগ সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই করেছেন এই পোর্টালের মাধ্যমে।



নাগরিকদের জন্য পরিষেবা

- হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া ফোন : ফোন ব্লক করে দেওয়া যায় এবং ট্র্যাক করা যায়। এখনও পর্যন্ত ১৪ লক্ষ হ্যান্ডসেট উদ্ধার হয়েছে।
- আপনার নামে মোবাইল সংযোগ : নাগরিকরা নিজেদের নামে নেওয়া মোবাইল সংযোগের সংখ্যা দেখতে পারেন এবং অনুমোদিত নয় এমন সংযোগের বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন।
- সন্দেহজনক কল বা মেসেজ : 'চক্ষু' ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সন্দেহজনক টেলিফোন কল এসএমএস কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ সম্পর্কে গ্রাহকরা জানাতে পারেন।



কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার তহবিল

জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের সম্প্রসারণ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য একটি 'এসএমই গ্রোথ ফান্ড' গঠনের সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে নতুন শক্তির সঞ্চার হবে। এই তহবিল ঐ শিল্পগুলির সম্প্রসারণ, নতুন নতুন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। ফলস্বরূপ আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এর পাশাপাশি, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়ার ফলে পরবর্তী পাঁচ বছর সেগুলি কার্যকর থাকবে। এছাড়াও, একটি সুসংহত পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণ কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য 'এসএমই গ্রোথ ফান্ড' গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে ১০,০০০ হাজার কোটি টাকা।

প্রভাব : শিল্পোদ্যোগীদের ক্ষমতায়নে সরকারের অঙ্গীকার এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। এর ফলে, নতুন প্রজন্মের শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক এক পরিবেশ গড়ে উঠবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের মতো উন্নয়নশীল ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে এই তহবিল প্রথমসারির শিল্পোদ্যোগীদের সহায়তা করবে। এর ফলে, উদ্ভাবন-ভিত্তিক শিল্পায়নে গতি আসবে। পাশাপাশি, নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও দেশজুড়ে তৈরি হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, এটি তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠবে।

- দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলি সহ বিভিন্ন শিল্প তালুকে বিনিয়োগের ফলে আঞ্চলিক স্তরে শিল্পায়ন শক্তিশালী হবে।
- স্থানীয় স্তরে সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী হবে এবং উন্নতমানের কর্মসংস্থান গড়ে উঠবে।

সিদ্ধান্ত: গবেষণা, পরিকল্পনা, মূল্যায়ন, নজরদারি এবং পরিবহণ ও পণ্য পরিবহণ ক্ষেত্রে বৃহদাকারের পর্যালোচনাকে শক্তিশালী করে তুলতে একটি স্পেশাল পার্পাস ভেহিকেল গড়ে তোলার প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর নাম দেওয়া হবে ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিক্স অথরিটি (আইটিএলএ)।

প্রভাব : পরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রক ও সংস্থার গৃহীত প্রকল্পগুলিকে এক জায়গায় নিয়ে এসে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সমাধান করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

- আইটিএলএ-এর মাধ্যমে আরও ভালো সমন্বয় করে বহুমুখী এক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভারতে পরিবহণ পরিকাঠামোর দক্ষতা বৃদ্ধি, সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং আরও কার্যক্ষম করে তুলতে হবে।
- আইটিএলএ স্থাপনের মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- এর ফলে, বহুপাক্ষিক যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে, পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, পণ্য পরিবহণে ব্যয় হ্রাস হবে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পণ্য পরিবহণের প্রতিযোগিতায় ভারতের অবস্থান শক্তিশালী হবে।
- গবেষণা, পরিকল্পনা, তথ্যের সংমিশ্রণ, বিভিন্ন প্রকল্পের নজরদারি ও মূল্যায়নের জন্য আইটিএলএ একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবথেকে ভালো ব্যবস্থাপনাগুলি গ্রহণ করতে এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটি সহায়ক হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত সাংবাদিক সম্মেলন দেখার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন



সিদ্ধান্ত: ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ – এই পাঁচ বছরের সময়কালে জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পগুলি অব্যাহত রাখার প্রস্তাবে অনুমোদন।

প্রভাব : ভিন্নভাবে সক্ষমদের ন্যূনতম প্রতিবন্ধকতার হার ৮০% থেকে কমিয়ে ৪০% করা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

- ভিন্নভাবে সক্ষমরা জন্ম থেকেই পেনশন প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবেন।
- এই পরিবর্তনগুলির ফলে বিপুল সংখ্যক ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এবং আরও বেশি মানুষের কাছে পেনশন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছবে।
- এই প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন করা হবে।
- এর জন্য ৫৩,৪২৮ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ৩৬টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩.২০ কোটি সুবিধাপ্রাপক এর ফলে উপকৃত হবেন।
- একই ধরনের প্রকল্পগুলি থেকে আগে যাঁরা সহায়তা পেতেন, বর্তমান প্রকল্পগুলিতে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা যাতে আগের চাইতে ২৫% বেশি সহায়তা পান, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত সাংবাদিক সম্মেলন দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

সিদ্ধান্ত: প্রায় ১১.৪০ লক্ষ রেলকর্মীর জন্য ৭৮ দিনের উৎপাদন-ভিত্তিক বোনাস দেওয়ার প্রস্তাবে অনুমোদন।

প্রভাব : যেসব একনিষ্ঠ কর্মী দিন-রাত পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁদের জন্য এটি দিওয়ালির উপহার। এই খাতে ২,০০৯.৬১ কোটি টাকা বোনাসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। উৎপাদন-ভিত্তিক এই বোনাস যোগ্য রেলকর্মীরা প্রতি বছর দুর্গাপূজা/দশেরার ছুটির আগে পেয়ে থাকেন।

সিদ্ধান্ত: অর্থনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কৌশলগত পুনর্গঠনের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে।

প্রভাব : ব্যাঙ্কের মোট ইক্যুইটির ৬০.৭২% কৌশলগত কোনো অংশীদারের কাছে বিক্রি করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০.৪৮% শেয়ার এবং ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (এলআইসি)-এর ৩০.২৪% শেয়ার।

- এর ফলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডে ভারত সরকারের ১৫% এবং এলআইসি-র ১৯% শেয়ার থাকল।







‘আমরা করবই’

নতুন ভারতের যৌথ শক্তির প্রতীক

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী – নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের যাত্রাপথে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ, জনকল্যাণমূলক কাজ, জাতীয় মিশন এবং সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক রয়েছে। তাঁর পরিকল্পনার কারণেই বিভিন্ন নীতির সুফল দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে। এছাড়াও স্বনির্ভর, প্রযুক্তির ব্যবহার, জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেও তার ইতিবাচক ফল দেখা যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৬ অক্টোবর নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর ২৫ বছরের নিরবচ্ছিন্ন নেতৃত্বদানের জন্য অভিনন্দন জানায়। ৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের জনসেবা পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ তোলেন – “আমরা করবই”। এই স্লোগান নতুন ভারতের যৌথ শক্তির এক প্রতীক হয়ে উঠেছে।

২৫ বছরের জনসেবায় প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণের মধ্যেই বসবাস করেছেন। তিনি দেশের জন্য বেশ কিছু সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং দেশ গড়ার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেননি, পাশাপাশি নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করার একটি সংস্কৃতিও গড়ে তুলেছেন। ৭ অক্টোবর তাঁর ২৫ বছরের যাত্রাপথের কৃতিত্ব তিনি নাগরিকদের আস্থা ও দলীয় কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে ভাগ করে নেন। যৌথ শক্তিকে জনসাধারণের ক্ষমতা বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন বিকশিত ভারত গঠন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সঙ্কল্প বাস্তবায়নে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে হবে।

বিনায়ক মন্দিরে প্রার্থনা

৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিনায়ক মন্দির দর্শন করেন এবং দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। দেশসেবার ক্ষেত্রে আরও শক্তি কামনা করেন তিনি। তাঁর বর্তমান পদ ও দায়িত্বসমূহ আসলে জনগণের আস্থা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল বলে তিনি স্বীকৃতি দেন। জনতা-জনার্দন এবং লক্ষ লক্ষ একনিষ্ঠ কর্মীর উদ্দেশে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।



প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেকে এখনও ছাত্র হিসেবে বিবেচনা করেন

তাঁর ছাত্র জীবনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন কিছু শেখার আগ্রহ তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর তাই, তিনি নিজেকে এখনও ছাত্র বলে মনে করেন। অতীতের স্মৃতিচারণার সময় তাঁর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তিনি বলেন, যাঁরা তাঁকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেছেন, তাঁরা তাঁকে নম্র হতে শিখিয়েছেন। যাঁদের জন্য তিনি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে তিনি শিখেছেন কিভাবে আবারও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়। বিরোধীরা তাঁকে গণতন্ত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষাদান করেছেন এবং প্রতিটি সঙ্কট তাঁর ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিয়েছে।

বড় জিনিসের স্বপ্ন দেখা এবং উচ্চ মনোবল থাকা

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা এবং দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে সম্পদ যখন সীমিত থাকে, তখনও বড় স্বপ্ন দেখতে হয় ও মানসিকতা অদম্য রাখতে হয়। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের অবদানকে স্বীকৃতি দেন। লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মীর সমর্থনে ভারতমাতার জন্য কাজ করার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। এগুলিই তাঁর শক্তির উৎস।

‘আমরা করবই’

তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ‘আমরা করবই’ স্লোগানটিকে নতুন ভারতের যৌথ শক্তি প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্কল্পকে বাস্তবায়নের জন্য নতুন নতুন শক্তির যোগান দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর ২৫ বছরের জনসেবার অর্থ ব্যক্তিগত গৌরব অর্জন নয়, একটি নির্দিষ্ট পথ বা কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন নয়, এটি তাঁর জীবনের পথ চলা।

“যাঁরা আমাকে জয়লাভে সহায়তা করেছেন ... তাঁরা আমাকে নমনীয় হতে শিখিয়েছেন। যাঁদের জন্য আমি কোনো কাজে ব্যর্থ হয়েছি ... তাঁরা আমাকে শিখিয়েছেন কিভাবে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়। যাঁরা আমার সঙ্গে রয়েছেন ... তাঁরা আমাকে আস্থার শক্তি দেখিয়েছেন। যাঁরা আমার বিরোধিতা করেছেন ... আমাকে তাঁরা গণতন্ত্রের ক্ষমতা শিখিয়েছেন।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

জনগণের শক্তিতেই গুজরাট উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যকালের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেই সময় প্রশাসনিক কাজ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা কমই ছিল।



২৫ বছর ধরে একটানা বিরামহীন নেতৃত্ব, প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাশ

সরকারের প্রধান হিসেবে ২৫ বছর ধরে একটানা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে ৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এটি শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়; এটি 'দেশ সর্বাগ্রে' আর 'নাগরিক সর্বাগ্রে' নীতিতে চালিত প্রধানমন্ত্রী মোদীর এক অসাধারণ যাত্রার উদযাপন। গুজরাটে ৩ বার অপ্রতিরোধ্য জয় এবং পরপর ৩ বার লোকসভা নির্বাচনে সমর্থন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর মানুষের আস্থারই প্রতিফলন।

এই দশটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুজরাটে তাঁর নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতে তাঁর নেতৃত্বের যোগসূত্র ধরে রেখেছে। প্রস্তাবের মূল অংশগুলি পড়ুন...

১. গুজরাট থেকে ভারত: বড় হচ্ছে উন্নয়নের স্বপ্ন

গুজরাটের সফল কাজগুলিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী কীভাবে দেশের মঞ্চে নিয়ে গেছেন, প্রস্তাবে তা তুলে ধরা হয়েছে। SWAGATA, যার মাধ্যমে তিনি নাগরিকদের অভিযোগ শুনতেন, ২০১০ সালে তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের জনসেবা পুরস্কার পেয়েছিল। পরে এটি থেকেই PRAGATI তৈরি হয়, যা সরকারগুলিকে একত্রিত করে আটকে থাকা প্রকল্পগুলি খতিয়ে দেখা, বাধা দূর করা এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জ্যোতিগ্রামের চাষের জন্য আলাদা বিদ্যুতের লাইনও একইভাবে সারা দেশের পদ্ধতি হয়ে যায়, গুজরাটের অভিজ্ঞতা সারা ভারতে ছড়িয়ে দেয়।

২. গরিবদের প্রতি সহমর্মিতা মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে

গরিবদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংবেদনশীলতা এসেছে তাঁর মাকে প্রতিদিনের কষ্টের সাথে লড়াই করতে দেখে এবং ঘোরাঘুরির সময় মহিলাদের বঞ্চনা দেখে। প্রস্তাবে এই অভিজ্ঞতাগুলিকে ঘর, জল, ব্যাঙ্ক এবং স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচিগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। প্রায় ৬০ কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট, ৪ কোটির বেশি ঘর আর ২৫ কোটি মানুষের গরিবি থেকে বেরিয়ে আসা প্রমাণ করে যে, কীভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধি মানুষের কাজে পরিণত হয়, পরিবারগুলিকে মর্যাদা এনে দেয়।

কিন্তু তিনি মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন। মানুষের সাথে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া, নীতি তৈরি করা এবং সেগুলি রূপায়িত করা - এটাকেই তিনি তাঁর কাজের ধরনের ভিত্তি বানিয়েছিলেন। এই 'জনশক্তি'র মাধ্যমেই গুজরাট উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, ২০১৪ সালে তিনি দেশের 'প্রধান সেবক' হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সময় দেশ অর্থনৈতিক সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি আর হতাশার অনুভূতির সাথে লড়াই করছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন

৩. ক্ষমতায়ন সমাজের সব দরজা খুলে দিচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃঢ় সংকল্প হল, অঙ্গীকারের মাধ্যমে মানুষকে তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করা। প্রায় ৩.৫ কোটি মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন, আর নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। স্টার্টআপ, দক্ষতা আর শিক্ষা সংস্কার যুবকদের সুযোগ বাড়িয়েছে। পিএম-কিষাণ প্রকল্পে ৪ লক্ষ কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে, এবং পিএম-জনমন প্রকল্পে বিশেষভাবে গরিব আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে, যাঁরা এতদিন ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে ছিলেন, তাঁদের কাছে এই প্রকল্প উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছে।

৪. সংস্কারের প্রতি অটল অঙ্গীকার

প্রস্তাবে রাজনৈতিক ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সংস্কার চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইচ্ছার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। জিএসটি, কল্যাণমূলক সংস্কার, এবং ঔপনিবেশিক আইন বাতিল করা এবং দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাঁর দৃঢ়তার বার্তা দেয়। তিনি পরিচ্ছন্নতা, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং স্থানীয় পণ্যের প্রতি নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংস্কার তাঁর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সুস্থায়ী অঙ্গীকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা দৃঢ়তা, মানুষের অংশগ্রহণ এবং জাতীয় লক্ষ্যে শক্তিশালী হয়েছে।

৫. আত্মনির্ভর ভারতের ভিত্তি নির্মাণ

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকারি মূলধন খরচ ২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে হাইওয়ের সম্প্রসারণ এবং রেলের বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন আর সেমিকন্ডাক্টর তৈরি ভারতের নিজের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্পের বার্তা দিচ্ছে।

৬. প্রযুক্তি নাগরিকদের সেবা এবং জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রযুক্তির উপর আস্থা প্রতিদিনের পরিষেবা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের নতুন দিক পর্যন্ত নানা সাফল্যের মাধ্যমে উঠে এসেছে। জন ধন, আধার মোবাইল সংযোগ মানুষের কাছে কল্যাণ পৌঁছে দিচ্ছে, অন্যদিকে পেমেন্ট-ব্যবস্থা বদলে দিয়েছে ইউপিআই। ভারতের নিজস্ব কোভিড টিকা আবিষ্কার এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণ বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা, স্বনির্ভর, আত্মনির্ভর ভারতের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বপ্নকে তুলে ধরেছে। মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তির কথা প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার বার্তা হল: প্রযুক্তি জীবনের উন্নতি ঘটাচ্ছে, সেইসঙ্গে জাতীয় সম্ভাবনার প্রসার ঘটাচ্ছে।

৭. অস্থির সময়ে অবিচল নেতৃত্ব

প্রস্তাবে বিশ্বের অস্থিরতার মধ্যে ভারতকে দিশা দেখানোর ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোভিডের সময় তিনি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, দেশীয় টিকা তৈরিতে সাহায্য করেছেন এবং দ্রুত টিকা প্রদান সম্ভব করেছেন। পশ্চিম এশিয়ায় সঙ্কটকালে সময়মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জ্বালানি সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপ ভারতকে ধাক্কা সামলাতে সাহায্য করেছে। তাঁর নেতৃত্ব তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বছরের পর বছর ধরে তৈরি সক্ষমতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। কঠিন সময়ে দেশকে সুস্থায়িত্ব ও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

৮. সুদৃঢ় নেতৃত্ব শান্তি ও আত্মবিশ্বাস সুনিশ্চিত করে

২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৯ সালের বালাকোট বিমান হামলা এবং ২০২৫ সালের অপারেশন সিঁদুর প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে তৈরি জাতীয় নিরাপত্তার লালরেখাকে তুলে ধরেছে। প্রস্তাবে এগুলির পাশাপাশি ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি, এক পদ এক পেনশন এবং চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের পদ তৈরির বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং উত্তর-পূর্বে শান্তির প্রয়াস জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা এবং মানুষের আস্থাকে একসূত্রে গেঁথেছে।

৯. বিশ্ব মঞ্চে ভারতের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হচ্ছে

প্রস্তাবে ভারতের বাড়তে থাকা মর্যাদার সঙ্গে বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সহযোগিতার ক্ষমতাকে যুক্ত করা হয়েছে। জি২০ এবং ব্রিকসে ঐকমত্য, গ্লোবাল সাউথের পক্ষে সওয়াল এহং আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০-তে অন্তর্ভুক্তি, তাঁর কূটনৈতিক নেতৃত্বকে তুলে ধরছে। ভ্যাকসিন মৈত্রী দেখিয়েছে যে, ভারতের সক্ষমতা কীভাবে অন্যদের কাজে লাগতে পারে। ৩৬টি দেশ থেকে পাওয়া সম্মান প্রধানমন্ত্রী মোদীর

যে, তিনি আবার দেশবাসীর শক্তির প্রতি আহ্বান জানান এবং এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুললেন যে, "আমরা এটা করবই।"

এখন সংস্কারের গতির উপর গুরুত্ব

প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের অর্থনীতি, উৎপাদন, রপ্তানি, মোবাইল উৎপাদন ও সৌরশক্তি সহ গত কয়েক বছরে নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, সঙ্কটের সময় ভারতীয় অর্থনীতির দুর্বলতাগুলি নিয়ে আগে আলোচনা হত। আজ ভারতের সুস্থায়িত্ব নিয়ে



আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও অবদানের বার্তা দিচ্ছে।

১০. ঐতিহ্য ও দায়িত্বের মাধ্যমে অগ্রগতি নজর কেড়েছে

প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস এবং পরিবেশগত দায়দায়িত্বকে একসূত্রে বেঁধেছে। গুজরাটে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রসার ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জলবায়ুর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যোগ, মিলেট, কাশী বিশ্বনাথ ধাম এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্রকে মজবুত করেছে। প্রস্তাবের শেষে ২০৪৭ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর এবং উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাঁর সম্মিলিত প্রয়াসের ভাবনার প্রতি ফের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভায় পাশ হওয়া প্রস্তাবটি পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

ভারতীয় অর্থনীতি, এবং এখন আলোচনায় উঠে আসে ভারতের স্থিতিশীলতার কথা। কৃষি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ২০১৫ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত এক দশকে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’: সুশাসনের ভিত্তি

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ তাঁর কাছে সুশাসনের ভিত্তি। সুশাসনকে ‘স্যাচুরেশন’ ধারণার সঙ্গে যুক্ত করে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এর অর্থ হল, প্রকল্পের সুবিধা যেন প্রত্যেক উপযুক্ত সুবিধাপ্রাপকের কাছে পৌঁছনোর বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়; কোনও যোগ্য ব্যক্তি যেন পিছিয়ে না থাকেন এবং কেউ যেন অন্যের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে।

তরুণ ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি

প্রধানমন্ত্রী মোদী পর্যটন, শিক্ষা, বিনোদন, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, ক্রীড়া, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির মত ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বনেতায় পরিণত করার এক রূপরেখা তুলে ধরেন। যুবসমাজকে ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন যে, ঐতিহাসিক দিক থেকে দেশের তরুণ জনসংখ্যা এক অনন্যসাধারণ সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, চেষ্টার মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে এমনভাবে কাজে লাগানো উচিত, যাতে

২৫ বছরের সুশাসন

রাষ্ট্রপতি, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং সহযোগীদের প্রশংসা

৭ অক্টোবর, ২০২৬-এ বিশ্ব নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরকারের প্রধান হিসেবে তাঁর ঐতিহাসিক ২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার এই মুহূর্তটিকে চিহ্নিত করে, বিশ্ব নেতারা তাঁর রূপান্তরমূলক নেতৃত্ব, সুশাসনের প্রতি নিষ্ঠা এবং বিশ্ব শান্তি, অন্তর্ভুক্তি ও সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন।

তাঁর বার্তায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন যে, এই উল্লেখযোগ্য মাইলফলক মানুষের কল্যাণের প্রতি অবিচল অঙ্গীকার এবং ভারতের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পকে প্রতিফলিত করে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ছাড়াও, ভারত ও বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা — প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন সহ অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ টিনুবু এবং ফিলিপাইনসের প্রেসিডেন্ট মতো বিশ্ব নেতাদের কাছ থেকে অভিনন্দন বার্তা পেয়েছেন। এছাড়াও, নেপাল, বেলজিয়াম, জাপান এবং কমনওয়েলথ অফ ডোমিনিকার প্রধানমন্ত্রীরা, সেই সঙ্গে বৎসোয়ানা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট তাঁদের অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন।

এল. কে. আডবাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর এবং তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা

২৫ বছরের সেবা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী এল. কে. আডবাণীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর আশীর্বাদ চান। আডবাণীর কয়েক দশকের জনসেবা এবং জাতীয় জীবনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের প্রশংসা করে, মোদী বলেন যে, তাঁর প্রচেষ্টা দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছে।



ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মতো কষ্টের মুখোমুখি না হতে হয়।

জীবনের প্রতিটি কণা ও প্রতিটি মুহূর্ত ভারতের মাটির জন্য উৎসর্গীকৃত

প্রধানমন্ত্রী এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন যে, দেশ সবার আগে, জাতীয় সমৃদ্ধি তাঁর ব্রত, এবং দেশের সেবা তাঁর লক্ষ্য। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, কর্মই তাঁর ধর্ম এবং কর্তব্য পালনই তাঁর পবিত্র অঙ্গীকার। ব্যক্তি থেকে সমষ্টির দিকে — 'আমি' থেকে 'আমরা'-র দিকে — তাঁর জীবনের প্রতিটি কণা ও প্রতিটি মুহূর্ত ভারতের মাটির জন্য উৎসর্গ করা থাকবে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভারত একটি উন্নত দেশে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তিনি থামবেন না, ক্লান্ত হবেন না, তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। ●

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

‘ভোকাল ফর লোকাল’

এমন একটি আহ্বান যা ভারতীয়দের হৃদয়কে একসূত্রে বেঁধেছে











এ বছরের দীপাবলির ঝলমলে আলো বিশেষ হয়ে উঠেছে, কারণ তা স্বনির্ভরতার আলোয় আলোকিত। ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর যে আহ্বান ‘মন কি বাত’-এর মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তা আজ এক বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। বিনম্রভাবে শুরু হওয়া এই যাত্রা আজ সেমিকন্ডাক্টর চিপ এবং পারমাণবিক শক্তিতে দেশীয় সাফল্যে পৌঁছেছে। তা খাদি হোক বা প্রতিরক্ষা রপ্তানি, খেলনা শিল্প, কৃষি বা অন্যান্য রপ্তানি ক্ষেত্র, ‘ভারতীয়ত্ব’-এর চেতনা বিশ্বজুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ‘অপারেশন সিঁদুর’ এটাও প্রমাণ করেছে যে, স্বদেশী শুধু বাজার-সম্পর্কিত ধারণা নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার এক প্রাচীর। এই দীপাবলি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে তুলে ধরেছে, যেখানে ভারত, তার কারিগরদের দক্ষতার জন্য গর্বিত হয়ে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের ভিত্তি স্থাপন করছে। দীপাবলি ও ছটের মতো উৎসবের উপলক্ষে, আসুন, আমরা স্বীকার করি যে, প্রতিটি প্রদীপ, প্রতিটি উপহার এবং প্রতিটি কেনাকাটা শুধু উৎসব উদযাপনের চেয়ে বেশি কিছু প্রতিনিধিত্ব করছে; এটি ১৪০ কোটি ভারতীয়ের সম্মিলিত সংকল্পকে মূর্ত করে - স্বদেশী, স্বনির্ভরতা এবং এক সমৃদ্ধ ভারতের সংকল্প।



প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

ভারত উৎসবের দেশ। এখানে প্রতিটি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উদযাপন শুধু আনন্দই নয়, সঙ্গে নিয়ে আসে সংকল্প ও দায়বদ্ধতার উপলব্ধি। প্রতিটি সংকল্পের রয়েছে নিজস্ব তাৎপর্য ও গভীর অর্থ। দীপাবলি অন্ধকারের ওপর আলোর জয় উদযাপন করে; ঈদ সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা দেয়; বড়দিন ভালোবাসা ও করুণার শিক্ষা প্রদান করে; গুরুপুরব সেবা ও ত্যাগের পথ দেখায়; এবং বুদ্ধ পূর্ণিমা করুণা ও অহিংসার মূল্যবোধ শেখায়। রাখি বন্ধন ভাই-বোনের সম্পর্ককে এক সুতোয় বাঁধে, আর মকর সংক্রান্তি দান ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। মহা উৎসব ছট হল, সূর্য ও জলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উৎসব, যেমনই এটি আত্মসংযম ও তপস্যার সময়। 'নির্জলা' উপবাস এবং উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদানের প্রথা প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ঐতিহ্যকে জীবন্ত রাখে। নবরাত্রি, ওনাম, পোঙ্গল, বৈশাখী ও বিহু প্রত্যেকের রয়েছে নিজ নিজ রীতি ও গল্প, তবু সকলেই আবদ্ধ এক অভিন্ন অনুভূতিতে — উৎসবের একতার চেতনায়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই একতার চেতনা নতুন এক সংকল্পে রূপ নিয়েছে — বিভিন্ন সম্প্রদায়, ধর্ম ও অঞ্চলের উৎসবকে এক সুতোয় গাঁথা এক সংকল্প। সেই সংকল্পই হল, 'ভোকাল ফর লোকাল'।

ছট মহাপর্ব এই চেতনার সবচেয়ে স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত প্রকাশ। বাঁশের তৈরি সুপ (কুলা) ও দৌরা (বড় বাঁশের ঝুড়ি) বিহার ও পূর্বাঞ্চল জুড়ে হাজার হাজার কারিগরের জীবিকার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য কুমোরদের হাতের কাজ — মাটির প্রদীপ, চুলা, মাটির পাত্র — প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যায়। ছটের প্রসাদ 'ঠেকুয়া' তৈরি হয় স্থানীয় গম ও গুড় দিয়ে, আর অর্ঘ্যের থালায় থাকে আখ, নারকেল, শঠি (মিষ্টি আলু), কলা ও সুপারি — যা আসে স্থানীয় কৃষকের ক্ষেত থেকে। গাছ, প্রদীপ জ্বালানোর মাটির পাত্র থেকে শুরু করে নদীর তীরে পাতা মাদুর পর্যন্ত, ছটের প্রতিটি উপকরণই দেশীয়; প্রতিটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে শিল্পী, তাঁতি ও কৃষকের পরিশ্রমের গল্প। এজন্যই কোনও আনুষ্ঠানিক আহ্বান ছাড়াই বহু বছর ধরে ছট স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর চেতনাকে ধারণ করে রেখেছে। আজ এই উৎসব তার আঞ্চলিক সীমানা ছাড়িয়ে বৈশ্বিক পরিসরে পৌঁছেছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর কর্মসূচিতে বরাবরই এর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

“ভোকাল ফর লোকাল”, “মেড ইন ইন্ডিয়া” এবং “আত্মনির্ভর ভারত”-এর পিছনে যে দূরদর্শিতা রয়েছে, কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স (সিএআইটি)- -এর হিসেব অনুযায়ী, তারই প্রত্যক্ষ ফল হল যে, নবরাত্রি থেকে দীপাবলি পর্যন্ত সময়কালে দেশে ব্যবসায়িক লেনদেন ৭ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

এই উৎসবগুলিতে ভারতীয়ত্বের পরিপূর্ণতায় ভরা পণ্য কেনা হোক বা উপহার বিনিময় হোক, যখন কোনও জিনিস ভারতীয় কারিগরদের হাতে তৈরি হয়, তখন উৎসবটি শুধু ধর্মীয় উদযাপনের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে ওঠে; এটি দেশ গঠনে একজন নাগরিকের প্রত্যক্ষ অবদান হয়ে ওঠে। বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এই চেতনাই ১.৪ বিলিয়ন ভারতীয়কে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার অভিন্ন সংকল্পে একত্রিত করে।

এ বছরও দীপাবলি এবং ছটের মহান উৎসব নিয়ে এসেছে এক বিশেষ সুযোগ — ‘ভোকাল ফর লোকাল’ হওয়ার সংকল্প, দেশীয় পণ্যকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার সংকল্প। এই প্রেক্ষাপটে উৎসবগুলি আর কেবল ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সেগুলি আমাদের স্বনির্ভরতার উদযাপনে পরিণত হয়েছে। এই প্রচার, যা এখন একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম ‘মন কি বাত’ রেডিও অনুষ্ঠানের তা মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে খাদি গ্রহণের যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তা জনমানসে এক স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। পরবর্তীকালে ২০২০ সালের জুন ও আগস্টে, যখন গোটা বিশ্ব কোভিড-১৯ মহামারীর সঙ্গে লড়াই করছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী আবারও নাগরিকদের স্থানীয় পণ্য গ্রহণ করতে এবং স্থানীয় কারিগর, তাঁতি ও কারুশিল্পীদের দক্ষতাকে স্বীকৃতি দিতে আহ্বান জানান। এই আবেদন কেবল একটি স্লোগান ছিল না; এটি সঙ্কটকে সুযোগে রূপান্তরিত করার একটি দূরদৃষ্টিকে ধারণ করেছিল, এমন একটি দূরদৃষ্টি, যা পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতের অর্থনৈতিক মানসিকতাকে মৌলিকভাবে নতুন আকার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানের ফলেই, ‘ভোকাল ফর লোকাল’ একটি নিছক সরকারি প্রকল্পের মর্যাদা অতিক্রম করে ১.৪ বিলিয়ন ভারতীয়ের সমষ্টিগত চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এটি এমন একটি অনুভূতি, যা প্রতিটি গ্রামের দোকানে, প্রতিটি পরিবারের শিশুদের মানসিকতায় এবং প্রতিটি বাজারের প্রতিটি লেনদেনে প্রতিফলিত হয়।



“সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতকে আর অন্য দেশের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা উচিত নয়। আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। বিশ্বে এমন অনেক জিনিস পাওয়া যেতে পারে, যা সস্তা এবং আরও দ্রুত পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির ওপর নির্ভর করলে, আমাদের নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি হবে না, বা আমাদের সক্ষমতার শক্তি পরীক্ষিতও হয় না। তাই, আমাদের নিজেদের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে হবে এবং নিজেদের স্বার্থ নিজেদেরই রক্ষা করতে হবে। সেই কারণেই আমরা ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছি। ভারতীয়দের হৃদয় মেক ইন ইন্ডিয়া, স্বদেশী, ভোকাল ফর লোকালের মতো উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

একটি মন্ত্র, যা গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার স্পষ্ট করেছেন যে, ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর ব্যাপ্তি কেবলমাত্র ক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়



পুজোর জন্য মাটির প্রদীপ বা সামগ্রী কেনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এর দৃষ্টিভঙ্গি আরও অনেক ব্যাপক। এর সহজ অর্থ হল, যখনই আমরা আমাদের বাড়ির বা জীবনের জন্য কোনও জিনিস কিনব, তখন আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, সেটি ভারতে তৈরি। কোম্পানির উৎপত্তির দেশ বা ব্র্যান্ডের নামের ভাষা যাই হোক না কেন, পণ্যটি অবশ্যই ভারতীয় কারিগরদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভারতেই উৎপাদিত হতে হবে। এটাই স্বদেশীর সেই সহজ সংজ্ঞা, যা প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে দেশের সামনে তুলে ধরছেন। এই ভাবনা এখন আর শুধু একটি সরকারি উদ্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; মিডিয়া, সৃজনশীল শিল্প, প্রভাবশালী সোশ্যাল মিডিয়া, ব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্র জগতের ব্যক্তিত্ব, সকলেই এই প্রচারে তাঁদের গলা মিলিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সেলিব্রিটিদের নিজেদের 'ভোকাল ফর লোকাল' নীতি গ্রহণ করতে এবং তাঁদের লক্ষ লক্ষ অনুগামীকে একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সংখ্যাই বলছে আত্মনির্ভরতার কাহিনী

পরিসংখ্যানই যে কোনও প্রকল্পের সাফল্যের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এবং 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর পরিসংখ্যান অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। গত ১২ বছরে প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রায় চার গুণ বেড়েছে। খাদি ও গ্রামীণ শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন প্রায় সাত গুণ বেড়েছে, আধুনিক রেল কোচের উৎপাদন একুশ গুণ বেড়েছে এবং মোবাইল ফোন উৎপাদন পঁয়ত্রিশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'ভোকাল ফর লোকাল' হওয়া মানে শুধু মাটির প্রদীপ কেনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আপনার অঞ্চলে তৈরি স্থানীয় পণ্যগুলিকে যতটা সম্ভব সক্রিয়ভাবে প্রচার করা উচিত। কোনও ভারতীয় কারিগরের ঘামে তৈরি এবং আমাদের নিজেদের দেশের সম্পদ দিয়ে তৈরি যে কোনও পণ্যই আমাদের জন্য গর্বের উৎস। আমাদের অবশ্যই এই গর্বকে বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং উদযাপন করতে হবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

উপরন্তু, ভারত ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশ্ব মঞ্চে নিজের ছাপ রেখেছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় চার গুণ বেড়েছে, মঞ্জুর করা পেটেন্টের সংখ্যা চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ডিজিটাল লেনদেন একশ গুণ বেড়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ নাগরিকের সুবিধা উন্নত করার জন্য সমান নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে; 'নল থেকে জল' সংযোগ দেওয়ার গতি গড়ে পনেরো গুণ বেড়েছে। আগের তুলনায় গড়ে ছয় গুণ দ্রুত গতিতে মানুষকে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। দরিদ্রদের জন্য শৌচাগার নির্মাণ হয়েছে আগের গতির তুলনায় চার গুণ হারে। দরিদ্রদের জন্য আবাসন সরবরাহ করা হয়েছে তিন গুণ দ্রুত গতিতে। দেশের শাসনব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে; হাজার হাজার অপ্রয়োজনীয় অনুশাসনের শর্ত বাতিল করা হয়েছে এবং শত শত সেকেলে আইন এই স্বীকৃতি দিয়ে বাতিল করা হয়েছে যে, একুশ শতকের যাত্রা গত শতাব্দীর আইন দিয়ে করা যায় না। আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করতে মেট্রো নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হয়েছে এবং গণ পরিবহনকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এই কাজের গতি, পরিধি, সম্প্রসারণ এবং সাফল্য — স্বাধীনতার পর প্রথমবার গত এক দশকে প্রত্যক্ষ করা গেছে। যখন এই ধরনের সাফল্য স্পষ্ট, এত দ্রুত অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে এবং দেশের নাগরিকদের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে আরও শক্তিশালী হচ্ছে, তখন ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার সংকল্প অপূর্ণ থাকতে পারে না। এই সমস্ত পরিসংখ্যানই সাক্ষ্য দেয় যে, ভারত আর থামবে না বা থমকে থাকবে না; এগিয়ে যাওয়ার জন্যই এটি নির্ধারিত।

সেমিকন্ডাক্টর থেকে পারমাণবিক শক্তি : নতুন আত্মনির্ভরতার এক আখ্যান

আত্মনির্ভরতার পথে এই অভিযানের সাম্প্রতিক উদাহরণ হল,

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

আন্দোলনের সুস্পষ্ট আহ্বান

‘ভোকাল ফর লোকাল’ থেকে গত ১২ বছরে সপ্তধারার আত্মপ্রকাশ

গত ১২ বছরে স্বদেশী এবং ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর আহ্বান জাতীয় উন্নয়নের এক চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চরকা ও খাদি শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছিল এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ‘জয় জওয়ান-জয় কিষাণ’ স্লোগান ভারতের খাদ্য সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার পথ হয়ে উঠেছিল, তেমনি ২০১৪ সালে শুরু হওয়া ‘ভোকাল ফর লোকাল’ উদ্যোগ বহুমাত্রিক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। একটি মাত্র আহ্বান উন্নয়নের একাধিক ধারাকে গতিশীল করেছে।



সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্র। যদিও সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা ভারতের স্বাধীনতার সময় থেকেই শুরু হয়েছিল, তখন দেশে কোনও বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। আজকের ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত পরিমণ্ডলে চিপের অপরিসীম গুরুত্ব এই তথ্য থেকেই স্পষ্ট যে, ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে শুরু করে চিকিৎসা সরঞ্জাম পর্যন্ত সবকিছুতেই এগুলি অপরিহার্য উপাদান; এগুলি ছাড়া বিশ্ব অচল হয়ে পড়বে। এই প্রেক্ষাপটে ভারত আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য নিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট চালু করেছে। তিনটি প্ল্যান্ট ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এবং ভারত রপ্তানি শুরু করেছে।

“আজ আমরা সবাই যখন ‘বিকশিত ভারত’ গড়ার জন্য একসাথে কঠোর পরিশ্রম করছি, তখন দেশের আমাদের কাছে প্রত্যাশা রয়েছে। সেই প্রত্যাশা হল আত্মনির্ভরতা। ভারত তখনই উন্নত হবে, যখন আত্মনির্ভর হবে। এবং ভারতের আত্মনির্ভরতার জন্য, ‘স্বদেশী’ মন্ত্র অপরিহার্য।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

স্বদেশীর যাত্রা

বিকশিত ভারতের পথে মাইলফলক

সাল	মাইলফলক
৭ আগস্ট ১৯০৫	বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা
২০১৪	মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের সূচনা
অক্টোবর ২০১৪	অন্তত একটি খাদি পণ্য কেনার আহ্বান (‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে)
৭ আগস্ট ২০১৫	প্রথম জাতীয় তাঁত দিবস
জুন-আগস্ট ২০২০	‘মন কি বাত’-এ ‘ভোকাল ফর লোকাল’-এর আহ্বান; ‘আত্মনির্ভর ভারত’ অভিযানের সূচনা
২৪ জুন ২০২১	টয়ক্যাথন-২০২১ – ‘ভোকাল ফর লোকাল খেলনা’-র আহ্বান
২৭ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ ২০২১	প্রথম ‘খিলোনা মেলা’
ডিসেম্বর ২০২১	৭৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘সেমিকন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির অনুমোদন
আগস্ট ২০২৩	খাদির লেনদেন ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম (জাতীয় তাঁত দিবসের ভাষণ)
জানুয়ারি ২০২৪	অযোধ্যায় রাম লালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা; দেশীয় উপকরণ ও শিল্পের ব্যবহার
৬-৭ মে ২০২৫	অপারেশন সিঁদুর – দেশীয় অস্ত্রের প্রদর্শন
অক্টোবর ২০২৫	এনসিইআরটি-র 'স্বদেশী: ভোকাল ফর লোকাল' পাঠ্যক্রম
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	দেশের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর কারখানার উদ্বোধন
৩১ মার্চ ২০২৬	দ্বিতীয় সেমিকন্ডাক্টর কারখানার উদ্বোধন
জুলাই ২০২৬	সেমিকন ২.০-র অনুমোদন (১,২৭,৫০০ কোটি টাকা)
সেপ্টেম্বর ২০২৬	১২টির মধ্যে ৫টি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পে বাণিজ্যিক উৎপাদনের সূচনা

আগামী সাত থেকে আট বছরে পাঁচ থেকে আটটি সেমিকন্ডাক্টর কারখানা স্থাপিত হতে চলেছে। এটি আত্মনির্ভরতার ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা ‘বিকশিত ভারত’-এর পথকে চিহ্নিত করে।

দশকের পর দশক ধরে, ভারত এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল, কিন্তু ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর সংকল্প দ্রুত দৃশ্যপট বদলে দিচ্ছে। ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশনের অধীনে এখন পর্যন্ত ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ সহ ১২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে দেশের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর কারখানা এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারখানাটির উদ্বোধন করেন।

২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই প্রকল্পগুলির মধ্যে পাঁচটিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। এগুলি হল – মাইক্রন, কেইনস সেমিকন, সিজি সেমি, সিডিআইএল সেমিকন্ডাক্টর মোহালি এবং সুচি সেমিকন সুরাট। ২০২৬ সালের জুলাই মাসে, সরকার ১,২৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘সেমিকন ২.০’ কর্মসূচিও অনুমোদন করে, যা চিপ ডিজাইন, সরঞ্জাম ও উপাদান উৎপাদন এবং উন্নত প্যাকেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর নজর দেয়। ধোলেরায় টাটা ইলেকট্রনিক্স-পিএসএমসি ফ্যাবও ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম সিলিকন উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

সেমিকন্ডাক্টর যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সমান

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

এই পরিসংখ্যানগুলির মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভর ভারতের যাত্রা বুঝুন

৫০১%
বিক্রয় বৃদ্ধি

খাদি







৩৮০%
উৎপাদনে বৃদ্ধি

৫৬%
কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বৃদ্ধি

২.০৪
কোটি মানুষকে কর্মসংস্থান প্রদান।







(২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের সঙ্গে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তুলনা)

গুরুত্বপূর্ণ হল, বিরল ধাতুসমূহ। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জ্বালানি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে; জ্বালানি ছাড়া এই নতুন বিশ্বকে চালানো কঠিন, তাই চিপ হোক, এআই হোক বা ডেটা সেন্টার হোক, বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। তাই জ্বালানি নিরাপত্তা এখন সময়ের দাবি এবং দেশ ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্যে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতীয় ক্রিটিক্যাল মিনারেলস মিশন এবং বাজেটে ঘোষিত ক্রিটিক্যাল মিনারেলস করিডরের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে অনেক দেশ এখন এই ক্ষেত্রে ভারতের উপর আস্থা রাখতে শুরু করেছে। প্রযুক্তি ও আত্মনির্ভরতার দিকে এই যাত্রায় জ্বালানি নিরাপত্তা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে উঠে এসেছে। চিপ হোক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হোক বা ডেটা সেন্টার, সবকিছুর জন্যই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। এটি মাথায়

“

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, আমাদের উৎসবগুলির সঙ্গে একটি নতুন সংকল্প যুক্ত হয়েছে: ‘ভোকাল ফর লোকাল’ হওয়ার সংকল্প। আমরা এখন আমাদের স্থানীয় কারিগর, হস্তশিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের আমাদের উৎসবের আনন্দে অন্তর্ভুক্ত করি। আমাদের এই প্রচারকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

ইলেকট্রনিক্স

উৎপাদন

১৩.১১

লক্ষ কোটি টাকা ২০২৫-২৬ বর্ষে (২০১৪-১৫ বর্ষের ₹১.৯ লক্ষ কোটি টাকার তুলনায়); ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ৭ গুণ বৃদ্ধি।



৪.২৪

লক্ষ কোটি টাকা ২০২৫-২৬ বর্ষে (২০১৪-১৫ বর্ষের ₹৩৮,০০০ কোটি টাকার তুলনায়); ইলেকট্রনিক্স রপ্তানি ১১ গুণ বৃদ্ধি।

সেমিকন্ডাক্টর

‘সেমিকন ২.০’ ১৫ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ

১,২৭,৫০০

কোটি টাকা।



বিনিয়োগ ছাড়িয়েছে

১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা ছয়টি রাজ্যে ১২টি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প অনুমোদিত।



রেখে ভারত পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে: ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ- উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করা। সংসদে ‘শান্তি আইন’ পাশ হওয়ার মাধ্যমে এই নতুন লক্ষ্যের পথ প্রশস্ত হয়েছে। এই দশকের মধ্যে পাঁচটি নতুন পারমাণবিক চুল্লি চালু করার লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বছর ভারত দ্রুত বর্ধনশীল পারমাণবিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে, যার ফলে পারমাণবিক জ্বালানিতে স্বনির্ভরতার সন্ধানে দেশের সাফল্য চিহ্নিত হয়েছে।

দেশীয়করণের শক্তি: নিরাপত্তা ব্যবস্থা যখন স্বনির্ভর হয়ে উঠল

আত্মনির্ভরতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তিই নয়; এটি জাতীয় নিরাপত্তার মেরুদণ্ডও হয়ে উঠেছে। অপারেশন সিঁদুরের সময় দেশ এবং বিশ্ব এর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছে। পহেলগামে নিরীহ নাগরিকদের নৃশংস হত্যার পর ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; ৬-৭ মে, ২০২৫ রাতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানায় নির্ভুল আঘাত হানতে ভারত ‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরু করে। এই অভিযানের সময় ভারতের দেশীয় অস্ত্রের দক্ষতা সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। ভারতের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং দেশীয় ড্রোন প্রমাণ করেছে যে, ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর সংকল্প কেবল একটি অর্থনৈতিক স্লোগান নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

মোবাইল

মোবাইল উৎপাদন **৬.২৭**

লক্ষ কোটি টাকা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (২০১৪-১৫ বর্ষের ১৮,০০০ কোটি টাকার তুলনায়); ৩৩ গুণ বৃদ্ধি।



রপ্তানি **২.৬০**

লক্ষ কোটি টাকা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে (২০১৪-১৫ বর্ষের ১,৫৬৬ কোটি টাকার তুলনায়); ১৬৫ গুণ বৃদ্ধি।

মোবাইল উৎপাদন ইউনিটের সংখ্যা



মোবাইল উৎপাদন ক্ষেত্রে মহিলারা মোট **১২** লক্ষ চাকরির প্রায় ৭০%।



৯৯.২%

ভারতে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন এখন দেশেই তৈরি হয়।

উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক দেশ।

ব্রহ্মোসের মতো দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র দেশের সমস্ত প্রতিপক্ষের মনে স্থায়ী ভয় সৃষ্টি করেছে। এই অভিযান প্রতিটি শত্রুর হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেও প্রায়ই মন্তব্য করেন যে, কেবল ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের শব্দই পাকিস্তানে সেখানকার মানুষের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এই নিরাপত্তা স্বনির্ভরতার প্রতি একটি মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতি বছর দীপাবলির সময় দৃশ্যমান হয়। গত ২৫ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী ধারাবাহিকভাবে সৈন্যদের সাথে দীপাবলি উদযাপন করে আসছেন। এই অনুভূতি একটি অবিচল বার্তা দেয়: এটি শুধুমাত্র ভারতের মানুষকে সশক্তই করে না,

“বিশ্বে অনেক কিছু সস্তায় এবং দ্রুত পাওয়া যায়, কিন্তু তা না আমাদের সক্ষমতা তৈরি করে, না তার পরীক্ষা নেয়। তাই আমাদের অবশ্যই আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। আমরা একটি ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছি।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রতিরক্ষা

উৎপাদন

১.৭৮
লক্ষ কোটি টাকা,
২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে,
যেখানে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে
ছিল ৪৬,৪২৯ কোটি টাকা;
প্রায় ১৬% বৃদ্ধি।





খেলনা

রপ্তানি
৩৮৪.৭
মিলিয়ন ডলার
২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে।

রপ্তানি বেড়েছে
২৩৯%
গত চার বছরে।

ভারত থেকে
রপ্তানি
পৌঁছেছে
১৫০ -টিরও
বেশি দেশে।



সেইসঙ্গে দেশের সীমান্তের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করে।

শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য... স্বদেশী

স্বদেশীর চেতনা ভারতের জন্য নতুন নয়। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়; ভারতীয়রা বিদেশি পণ্য বয়কট এবং দেশীয় পণ্য গ্রহণ করার সংকল্প নেন। এই আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক ছিল না; এটি ব্রিটিশদের উপর অর্থনৈতিক আঘাত হানে, যার ফলে ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। দেশীয় বস্ত্রকল, সাবান ও দেশলাই কারখানা, চামড়া শিল্প এবং ব্যাঙ্কিং ও বিমা কোম্পানি দেশের মধ্যে ভিত্তি স্থাপন করে। এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে "ভোকাল ফর লোকাল" (২০১৪ সাল থেকে) এবং "আত্মনির্ভর ভারত" (স্ব-নির্ভর ভারত) মন্ত্র, যা কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় গতি লাভ করেছিল, একটি নতুন স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে জাতীয় তাঁত দিবস চালু করে। সম্প্রতি এনসিইআরটি "স্বদেশী: ভোকাল ফর লোকাল" শিরোনামে বিশেষ পাঠক্রম মডিউলও তৈরি করেছে, যা

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

এফডিআই



মার্কিন

৮১.০৪

বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সাময়িক) বিনিয়োগ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে, যেখানে ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে ছিল ৩৬.০৫ বিলিয়ন।

বৃদ্ধি

১৬৩%

গত ১১ বছরে।

ব্যবসা করার সহজতা র‍্যাঙ্কিং



৬৩তম
২০১৯
অর্থবর্ষে

১৪২তম
২০১৪
অর্থবর্ষে

বস্ত্র রপ্তানি

৩,২৫,৩৩৯

কোটি টাকা - ভারতের বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানি (হস্তশিল্প সহ) ২০২৫-২৬ বর্ষের জন্য অনুমিত



১.৮%
বৃদ্ধি

৩,১৯,৫৭৩.২

কোটি টাকা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে

প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজে লালকেল্লার প্রাকার থেকে তুলে ধরেছেন।

এই ধরনের জাতীয় অগ্রগতির জন্য আত্মবিশ্বাস এবং জাতীয় গর্বের অনুভূতি প্রয়োজন। এই কারণেই, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার এই সংকল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যে, ভারতের আর অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়, বরং স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। যদিও অনেক পণ্য বিশ্বব্যাপী পাওয়া যায় — প্রায়শই সস্তায় বা দ্রুত — সেগুলি দেশের অন্তর্নিহিত শক্তি তৈরি করে না, বা নাগরিকদের সক্ষমতার মাপকাঠি হিসেবেও কাজ করে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী যেমন প্রায়ই বলেন, "আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে; এই কারণেই আমরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছি।" "মেক ইন ইন্ডিয়া", স্বদেশী এবং "ভোকাল ফর লোকাল"-এর মতো উদ্যোগগুলি এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল — এমন আন্দোলন, যার সাথে প্রতিটি ভারতীয় এখন আবেগগতভাবে যুক্ত হচ্ছে।

আজ দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের একমাত্র মন্ত্র হল, সমৃদ্ধ ভারত। এর অন্তর্নিহিত একটি অনুভূতি রয়েছে, যা অমৃত মহোৎসব বছর পেরিয়েও বিকশিত হয়েছে: যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে থাকে, তবে সেই একই লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মিলিত সংকল্প এবং পরিশ্রম — 'ভোকাল ফর লোকাল'-কে সমর্থন করে এবং স্বদেশীর মন্ত্রকে গ্রহণ করে — ভারতকে সমৃদ্ধ করতে পারে। এই প্রজন্ম একটি স্বাধীন ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃত; এই

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

পারমাণবিক শক্তি

পারমাণবিক শক্তি মিশন

- ভারতের লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে পারমাণবিক শক্তির ক্ষমতা ১০০ গিগাওয়াটে উন্নীত করা

বর্তমান ক্ষমতা

- ৩১ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত ৮.৭৮ গিগাওয়াট পারমাণবিক শক্তির ক্ষমতা



এফডিআই



২.৪০

লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে।



১৪.১৫ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

রপ্তানি

১৫.১২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে

অটোমোবাইল

২০২১ সালে ২২.৬৫ মিলিয়ন ইউনিটের তুলনায় ২০২৫ সালে

৩১.০৩

মিলিয়ন ইউনিট যানবাহন উৎপাদন।

অটোমোবাইল ক্ষেত্রে

৩

কোটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।



প্রজন্মকে একটি সমৃদ্ধ ভারতের লক্ষ্যে নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে — এটাই সময়ের আহ্বান।

সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী মোদী, লাল কেল্লার প্রাচীর থেকে 'ভোকাল ফর লোকাল' মন্ত্রকে কেন্দ্র করে আহ্বান জানিয়েছিলেন: "আজ, আমি সবাইকে অনুরোধ করছি — এবং আমি দেশের সমস্ত প্রভাবীদের উদ্দেশে বলতে চাই — এই মন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করুন। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিবিদদের কাছে আবেদন করছি: আসুন, আমরা এক হই। এটি কোনও একক রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নয়; ভারত আমাদের সকলের। আসুন আমরা একসাথে 'ভোকাল ফর লোকাল'কে প্রতিটি নাগরিকের জীবনের একটি পথ প্রদর্শক নীতি করে তুলি। আসুন আমরা কেবল সেই সব পণ্য কেনা-বেচা এবং ব্যবহার করার অঙ্গীকার করি যা ভারতে তৈরি — ভারতীয় নাগরিকদের ঘামে তৈরি পণ্য, ভারতের মাটির গন্ধে সুবাসিত, এবং যা আত্মনির্ভরতার জন্য আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করবে। এটাই হোক আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার, এবং আমরা এটি বুঝে ওঠার আগেই আমরা বিশ্বকে বদলে দেব।"

খাদি থেকে খেলনা: তৃণমূল স্তরের বাস্তবতার গল্প

স্বাধীনতার আগে চরকা এবং খাদি ছিল একটি গণ-আন্দোলনের প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কর্মের আহ্বানের পর, খাদি আরও একবার জাতীয় ফ্যাশনের প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। এর ব্যাপ্তি আর শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।



ডিজিটাল অর্থনীতি

ভারতের জিডিপিতে এটির অবদান প্রায়

১২-১৪%

এবং আগামী এক দশকে এই হার ২০% এ পৌঁছবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।





‘স্টেট অফ ইন্ডিয়াস ডিজিটাল ইকোনমি রিপোর্ট ২০২৬’ অনুসারে, ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ডিজিটাল অর্থনীতির দেশ।

মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে মেক্সিকোর ওয়াক্সাকা অঞ্চলের এক যুবক ভারত সফর করেন এবং দেশে ফিরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের কীভাবে খাদি তৈরি করতে হয়, তা শেখান। আজ ‘ওয়াক্সাকা খাদি’ একটি প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।

খেলনা শিল্পের গল্পটিও সমান প্রেরণাদায়ক। কেন্দ্রীয় সরকার খেলনা তৈরির এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং ভারতীয় গর্বের জন্য একটি মঞ্চ প্রদানের পদক্ষেপ নিয়েছে। সংস্কৃতির সাথে উদ্ভাবনকে একত্রিত করে এবং বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করে এমন একটি আত্মনির্ভর খেলনা শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ‘টয়ক্যাথন’ আয়োজন করা হয়েছিল, এর পরে দেশের প্রথম ‘টয় মেলা’ অনুষ্ঠিত হয় ২০২১-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত। ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন যে, ভারত তার খেলনার চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশ আমদানি করত, যেখানে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ব খেলনার বাজারে ভারতের অংশ ছিল মাত্র ১.৫ বিলিয়ন ডলার। গত পাঁচ বছরে এই চিত্র সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। ২০২৬ সালের জুলাই মাসের একটি রিপোর্ট অনুসারে, প্রধান খেলনা বিভাগগুলিতে ভারতের রপ্তানি ২০১৭-১৮ বর্ষের ১৫২.৭ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ বর্ষে ৩৮৪.৭ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে — যা প্রায় ১৫২ শতাংশের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। ইলেকট্রনিক এবং

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

আত্মনির্ভর ভারতের পাঁচটি স্তম্ভ

১. অর্থনীতি

ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের পরিবর্তে হঠাৎ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন; সরকারের লক্ষ্য ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করা।



২. পরিকাঠামো

ভারতের নতুন পরিচয়। ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য আগামী পাঁচ বছরে পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে।



৩. ব্যবস্থা

একুশ শতাব্দীর প্রযুক্তি-চালিত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে।

৪. প্রাণবন্ত জনসংখ্যা

একটি কারণ, যা আত্মনির্ভর ভারতের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হিসেবে প্রমাণিত হবে।



৫. চাহিদা

চাহিদা এবং যোগান শৃঙ্খলের শক্তিকে তার পূর্ণ সম্ভাবনায় কাজে লাগাতে হবে।



নন-ইলেকট্রনিক খেলনাতেই প্রায় ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে যেখানে ২০১৭-১৮ বর্ষে এই ক্ষেত্রে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ২১৩ মিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০২৫-২৬ বর্ষে এই ক্ষেত্রে ভারত ১৫২ মিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য রেকর্ড করেছে। গুজরাটের রাজকোট থেকে কর্ণাটকের চান্নাপাটনা, অন্ধ্রপ্রদেশের কোন্ডাপল্লি-এটিকোপ্পাকা এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহ্যবাহী খেলনা ক্লাস্টারগুলি আজ এই রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ভারতের বারোটি ঐতিহ্যবাহী খেলনা ক্লাস্টারের জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক) রয়েছে এবং এই ঐতিহ্য প্রায় ৫,০০০ বছরের পুরনো বলে মনে করা হয়।

প্রতিটি বাড়ি ও দোকানের জন্য একটি অঙ্গীকার

প্রধানমন্ত্রী মোদী ধারাবাহিকভাবে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের — বড় এবং ছোট উভয়কেই — তাঁদের দোকানে গর্বের সঙ্গে বোর্ড টাঙাতে অনুরোধ করেছেন, যেখানে লেখা থাকবে যে, সেখানে স্বদেশী পণ্য বিক্রি হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাধ্যবাধকতা থেকে নয়, বরং শক্তির জায়গা থেকে আসা উচিত। এই সংকল্পের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ, আমি প্রতিটি ব্যবসায়ী ও দোকানদারকে অনুরোধ করতে চাই — এটাও আপনাদের দায়িত্ব। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন বাজারে দেখতাম: দোকানে শুধু লেখা থাকত 'ঘি-এর দোকান,' কিন্তু

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভোকাল ফর লোকাল

সময়ের পথ ধরে তাঁরা খাঁটি ঘি-এর দোকান' লিখতে শুরু করেন। আমি চাই দেশজুড়ে ব্যবসায়ী ও দোকানদাররা এগিয়ে আসুন এবং বোর্ড টাঙিয়ে জানান যে, এখানে দেশীয় পণ্য বিক্রি হয়। আমাদের শক্তি বাড়াতে স্বদেশীকে ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্যদেরও একই কাজ করতে প্রভাবিত করতে হবে; এটাই হতে হবে আমাদের শক্তি এবং আমাদের মন্ত্র।" স্কুলগুলিতেও এই চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য স্বদেশী দিবস, স্বদেশী সপ্তাহ এবং স্থানীয় পণ্য দিবসের মতো অনুষ্ঠান আয়োজনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার জয়ীদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের ছাত্রদের সহযোগিতায় স্বদেশী প্রচারের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেন। তিনি পরামর্শ দেন যে, স্কুলগুলিতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' থিমকে কেন্দ্র করে প্রকল্প দেওয়া উচিত। ছাত্ররা তাদের এলাকায় স্বদেশী র‍্যালি আয়োজন করতে পারে এবং স্কুল উৎসবের মাধ্যমে এই ধারণাটি উদযাপন করতে পারে, স্বদেশী ও স্থানীয় পণ্যের জন্য নিবেদিত দিনগুলি পালন করতে পারে। শিশুদের তাদের বাড়িতে পাওয়া দেশীয় জিনিসগুলির তালিকা তৈরি করতে এবং সেই তালিকাগুলি স্কুলে আনতে উৎসাহিত করা যেতে পারে, যাতে প্রতি মাসে তাদের পরিবারে এই ধরনের জিনিসের সংখ্যা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি নেওয়া যায়। স্বদেশীর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা যেতে পারে এবং শিশুদের জন্মদিনে দেশীয় পণ্য উপহার দেওয়ার একটি থিম গ্রহণ করা যেতে পারে। এর ফলে ছোটবেলা থেকেই স্বদেশী চেতনার বিকাশ ঘটবে, যা শেষ পর্যন্ত পুরো পরিবারকে দেশীয় পণ্য গ্রহণ করতে চালিত করবে।

প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় সরকার ১৪টি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে এবং উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই) প্রকল্প চালু করেছে। ভারত 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' সূচকে তার র‍্যাঙ্কিং উন্নত করেছে, ২০১৪ সালের ১৪২তম স্থান থেকে ৬৩তম স্থানে উঠে এসেছে। বিদেশী বিনিয়োগের প্রবাহেও রেকর্ড-ভাঙা বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে; ভারত ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ৬৬৭.৪ বিলিয়ন ডলার এফডিআই পেয়েছে, যা আগের দশকের (২০০৪-১৪) তুলনায় ১১৯% বৃদ্ধি। শুধুমাত্র আগস্ট ২০২৬-এ ভারতের বস্ত্র রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ২৯,৭৭৬ কোটি টাকায়, যা আগের বছরের তুলনায় ১৬.১% বৃদ্ধি। 'এক জেলা-এক পণ্য' নীতি ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বাড়িয়েছে।



এই দীপাবলিতেও একই সংকল্প...

২০২৬-এর দীপাবলি অনেক দিক থেকেই বিশেষ হয়ে উঠেছে। এটি এমন একটি বছর, যখন দেশ সেমিকন্ডাক্টর এবং পারমাণবিক শক্তির মতো ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি করেছে; প্রতিরক্ষা রপ্তানি নতুন রেকর্ড গড়েছে এবং দেশীয় সামরিক শক্তি তার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। এমন এক সময়ে যখন বৈশ্বিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়েও বেশি তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা স্পষ্ট: আপনি যা-ই কিনুন না কেন, তা যেন দেশীয় হয়। দেশীয় পণ্য দিয়ে আপনার বাড়ি সাজান, 'মেড ইন ইন্ডিয়া' উপহার দিন এবং ভারতের মাটির সুগন্ধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিন। এই আবেদন শুধুমাত্র কোনও রাজনৈতিক দল বা সরকারের বিষয় নয়; এটি গোটা দেশের ভবিষ্যতের বিষয়। এই সংকল্পে অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয় তুলনায় জড়িয়ে না পড়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের সীমা বাড়ানোর — নিজের অগ্রগতির উপর নজর দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদী, ৭ অক্টোবর জনপ্রতিনিধি হিসেবে যিনি



২৫ বছর পূর্ণ করেছেন, তিনি বলেন, "আমি বিশাল অভিজ্ঞতা থেকে বলছি: আমাদের শক্তি অন্যের সীমা ছোট করার চেষ্টায় নষ্ট করা উচিত নয়; বরং, আমাদের সমস্ত শক্তি আমাদের নিজেদের সীমাকে আরও বড় করার জন্য নিয়োজিত করা উচিত। যদি আমরা আমাদের সীমাকে বাড়াই, তবে বিশ্ব আমাদের যোগ্যতাকে স্বীকার করবে। আজ যখন অর্থনৈতিক স্বার্থ বিশ্ব পরিস্থিতিতে আধিপত্য বিস্তার করছে, তখন সময়ের দাবি হল, বসে থেকে সংকট নিয়ে বিলাপ করা নয়, বরং সাহসের সঙ্গে আমাদের নিজেদের সীমা বাড়ানো। এবং আমি আমার ২৫ বছরের শাসনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, যদি আমরা এই পথ বেছে নিই — যদি সবাই এটি বেছে নেয়— তাহলে কোনও কায়েমী স্বার্থই আমাদের কখনও তার কবলে আটকাতে পারবে না।"

উন্নত ভারতের লক্ষ্যে...

২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার সংকল্প — যে বছর ভারত তার স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করবে— তা আত্মনির্ভরতা, আত্মনির্ভর ভারত এবং স্বদেশীর গর্বের চেতনায় নোঙর করা। 'মেক ইন ইন্ডিয়া', স্বদেশী এবং 'ভোকাল ফর লোকাল'ই সেই পথ তৈরি করছে, যার মাধ্যমে ভারত তার গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরে পাবে। এই উৎসবের মরসুমে — বিশেষ করে দীপাবলি এবং ছটের মহান উৎসবের সময় — প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রত্যেক ভারতীয়কে স্বদেশী প্রদীপ জ্বালাতে, স্থানীয় পণ্য দিয়ে উদযাপন করতে এবং গর্বের সাথে ঘোষণা করতে আহ্বান জানিয়েছেন, "এটি স্বদেশী; এটি 'মেড ইন ইন্ডিয়া'।"

প্রকৃতপক্ষে, 'ভোকাল ফর লোকাল' হওয়ার আহ্বান আজ ভারতের প্রতিটি কোণে অনুরণিত হচ্ছে; মানুষ সক্রিয়ভাবে স্থানীয় পণ্য খুঁজছেন — একটি অভ্যাস, যা জাতীয় গর্বের প্রতীক। ভারতীয়ত্বের চেতনা, 'ভোকাল ফর লোকাল' মন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলিত হয়ে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার একটি সম্মিলিত সংকল্পে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলন স্থানীয় পণ্য এবং বাজারকে উৎসাহিত করে, যার লক্ষ্য ভারতীয় পণ্যকে বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরা। এই অমৃত কালে, জাতি সংকল্প নিয়েছে যে, 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর আহ্বান ভারতের ঐতিহ্য এবং তার বীরত্বের মহাকাব্যিক কাহিনীকে আরও বেশি স্বীকৃতি দেবে। ■

ভারতীয়রা জীবনরক্ষাকারী প্রাণঘাতী নয়



অসাধারণ সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ভারতীয় পাইলট স্মিত মাচ্ছর শুধু ৯/১১'র মতো একটি সম্ভাব্য হামলাই এড়াননি বরং বিশ্বজুড়ে থাকা ১৪০ কোটি ভারতীয়কে গর্বিত হওয়ার মতো একটি কারণও দিয়েছেন। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলসহ সমগ্র বিশ্ব এই ভারতীয় পাইলটকে নায়ক হিসেবে বরণ করে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২ অক্টোবর ভিডিও কলের মাধ্যমে এই সাহসী পাইলটের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন; সেই কথোপকথনের কিছু উল্লেখ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলোঃ

প্রধানমন্ত্রী – নমস্তে, স্মিত।

ক্যাপ্টেন স্মিত – জয় হিন্দ, স্যার, নমস্তে, স্যার।

প্রধানমন্ত্রী – এখন কেমন আছেন? আপনার শরীর কেমন আছে?

ক্যাপ্টেন স্মিত – স্যার, সব ঠিক আছে; সব ঠিক আছে।

প্রধানমন্ত্রী – দেখুন, গোটা দেশ আপনার জন্য প্রার্থনা করছে; সর্বত্র মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করা হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন স্মিত – হ্যাঁ, স্যার।

প্রধানমন্ত্রী – আপনার সাহস, আপনার ধৈর্য এবং আপনার উপস্থিত বুদ্ধি – এক মুহূর্তের মধ্যে আপনি কত সিদ্ধান্ত নিলেন... এবং কত জীবন বাঁচালেন। আজ গোটা দেশ গর্ব করে বলতে পারে যে আমরা ভারতীয়রা জীবন কেড়ে নেওয়ার মানুষ নই; আমরা জীবন বাঁচানোর মানুষ।

ক্যাপ্টেন স্মিত – একদম ঠিক, স্যার।

প্রধানমন্ত্রী – যখন আপনি নিজে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিলেন, তখন আপনার শরীরে এত বড় একটি ক্ষত ছিল, তবুও সেই মুহূর্তে আপনি নিজের জীবনের চেয়ে সমস্ত যাত্রীদের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনি ১৪০ কোটি সহনাগরিকের সম্মান রক্ষা করেছেন।

ক্যাপ্টেন স্মিত – ধন্যবাদ স্যার।

প্রধানমন্ত্রী – ভূপেন্দ্র ভাই, গীতা বহেন এবং সোনাল বহেনের সঙ্গে, আমি গীতা-বেনকে বলেছি যে, আপনার নাম গীতা হলেও, আপনি ভগবদ গীতার সারমর্ম – কৃষ্ণের বাণী – সত্যিই আত্মস্থ করেছেন। আপনি সেই মূল্যবোধগুলি দিয়েই স্মিতের জীবনকে গড়ে তুলেছেন।

ক্যাপ্টেন স্মিত – একদম ঠিক, স্যার।

প্রধানমন্ত্রী – স্মিত, আমি এখন আপনার কথা শুনতে চাই।

ক্যাপ্টেন স্মিত – আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্যার। আর আপনি আমাকে এভাবে ফোন করে উৎসাহিত করছেন। সেই মুহূর্তে আমি আমার জীবনের জন্য লড়ছিলাম। কিন্তু একটা মুহূর্ত ছিল যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, যদি আমি কিছু না করি··· কারণ আমি পড়ে গিয়েছিলাম, আমার অনেক আঘাত ছিল, আমি নিচে আটকা পড়েছিলাম। আর সেই সময় আমি নিজেকে বললাম, যদি আমি না উঠি··· স্যার, আমি ১৭ বছর ধরে এফজেড-এ বিমান চালাচ্ছি। আমি গত ১১ বছর ধরে ক্যাপ্টেন। আর আমি জানি, চোখ বন্ধ করেও, বিমানের ভিতরে কি ঘটছে।

যখন আমি পড়ে গিয়েছিলাম, আমি অনুভব করতে পারছিলাম যে বিমানটি নিচে নেমে যাচ্ছে। এবং আমি পরিস্কারভাবে জানতাম যে এটাই ছিল শেষ ধাক্কা – যদি আমি এটা করতে পারতাম – দরজাটা ঠিক সেখানেই ছিল। তখনও আমি আঘাত পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি দরজাটা খুললাম, স্যার। তারপর সবাই বেরিয়ে এলো, এবং বাকিদেরও নিজ নিজ ভূমিকা ছিল। কিন্তু জেনেশুনেই আমি বলছিলাম, আমি আমার নিজের জীবনের জন্য কাজ করছিলাম, কিন্তু একই সঙ্গে আমি জানতাম যে আমি তাদের সবাইকে মরতে দিতে পারি না।

এরপর, এখানকার মানুষ, সৌদিতে, এখানেও – আমি এর চেয়ে ভালো যত্ন বা চিকিৎসা পেতাম না। যখনই আমার ব্যাথা হয়, আমার শুধু একটাই কথা মনে আসে – আমি হনুমান চালিসা পাঠ করি। তখনও আমি শুধু হনুমান চালিসাই পাঠ করছিলাম। আর আমি জানি, ঈশ্বরই আমাকে বাঁচিয়েছেন। আর এখন, স্যার, আপনার ফোন এসেছে – আমি অপরিসীম গর্ব অনুভব করছি। এতদিন পর্যন্ত আমি এটা অনুভব করিনি। এখন করছি, স্যার। দুঃখিত, আপনার সামনেই কেঁদে ফেলছি স্যার।

প্রধানমন্ত্রী – স্মিত, আমার সামনে যদি আপনি আবেগপ্রবণ হতে না পারেন, তাহলে আর কোথায় হবেন?

ক্যাপ্টেন স্মিত – স্যার, আমি কখনো ভাবিনি যে আপনার সঙ্গে কথা বলবো, কখনো ভাবিনি।

প্রধানমন্ত্রী – ভাই, আপনি এমন এক মহান কাজ করেছেন যে আজ প্রত্যেক দেশবাসী – এমনকি সারা বিশ্বের মানুষও – আপনাকে দেখার জন্য, আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব। আর হনুমান চালিসার যে কথাটা আপনি আমাকে বললেন - তার জন্য আমি গীতা বহেনকে প্রণাম জানাই, যে তিনি আপনাকে এমন মূল্যবোধ দিয়েছেন।

ক্যাপ্টেন স্মিত – হ্যাঁ, স্যার। প্রতিদিন সকালে যখন আমি প্রার্থনা করি, আমার দু'বছরের ছেলে আমার কোলে বসে থাকে, আর আমি তাকে হনুমান চালিসা পাঠ করে শোনাই। আমরা হয়তো আমাদের দেশ থেকে দূরে থাকছি, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি থেকে কখনও দূরে থাকা উচিত নয়।

প্রধানমন্ত্রী – তা ঠিক।

ক্যাপ্টেন স্মিত – এখানে আমাদের বাড়ি থেকে দূরে আছি বলে মনেই হয়না; এখানকার মানুষ অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন সহকারে আমাদের দেখাশোনা করছেন।

প্রধানমন্ত্রী – আপনি হয়তো জানেন না, কিন্তু সাভারকুন্ডলায়, ওয়াধওয়ানে, মানুষ এক আবেগময় পরিবেশ তৈরি করেছে। গতকাল সর্বত্র মন্দিরে প্রার্থনা, পুজো এবং আরতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশজুড়ে তীর্থস্থানগুলিতে আরতি করা হয়েছে। ভারত আপনাকে স্বাগত জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

প্রধানমন্ত্রী – আপনার এত ভালোভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য আমি সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। স্মিত, যখনই আপনার প্রয়োজন মনে হবে, আমি শুধু একটি ফোন কলের দূরত্বে আছি।

ক্যাপ্টেন স্মিত – ধন্যবাদ স্যার।

প্রধানমন্ত্রী – আমাদের যখন দেখা হবে, তখন আমি ভেতরের সব বিস্তারিত শুনবো, কারণ আমি আপনার সঙ্গে মোবাইল ফোনে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইনা।

ক্যাপ্টেন স্মিত – ঠিক আছে, স্যার।

প্রধানমন্ত্রী – অনুগ্রহ করে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের দিকে মনোযোগ দিন; পুরো দেশ আপনার সঙ্গে রয়েছে।

ক্যাপ্টেন স্মিত – ধন্যবাদ, স্যার।

প্রধানমন্ত্রী – ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!





> বিগত ১০-১২ বছরে, মোবাইল ফোন আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যম হওয়ার পাশাপাশি সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছে এবং এটাই আমাদের ডিজিটাল ইন্ডিয়া রূপকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। - *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

ডিজিটাল সংযোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের নতুন দিকনির্দেশনা

বিগত দশকে ভারত টেলিকম এবং ডিজিটাল সংযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ প্রত্যক্ষ করেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিকম টাওয়ার এবং অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের বিস্তার ডিজিটাল অর্থনীতিকে এক নতুন গতি দিয়েছে। এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে, ভারত আগামী দশকে ডিজিটাল ও টেলিযোগাযোগ যাত্রার জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করছে। ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসের দশম সংস্করণের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে, আইএমসি-কে এমন একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত করা উচিত যা প্রযুক্তি, গবেষণা, শিল্প, বিনিয়োগ এবং ধারণার মিলনস্থল হয়ে উঠতে পারে।

৭ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসে ভারতের অগ্রগতি ও আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, গত এক দশকে ভারতের টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামো ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছে টাওয়ার, অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং ডেটা আরও সাশ্রয়ী হয়েছে। এর ফলে নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এটা প্রযুক্তি, বিনোদন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নতুন ভোক্তা গোষ্ঠী এবং নতুন প্রজন্মের নির্মাতাদেরও উৎসাহিত করেছে। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের এই বিপ্লব থেকে ভারতীয় নাগরিকরা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

প্রযুক্তি কীভাবে একটি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় জাতিকে একত্রিত করেছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, মোবাইল সংযোগ পদ্ধতিগতভাবে সেই বিশাল ভৌগলিক এবং ভাষাগত বাধাগুলি ভেঙে দিয়েছে যা আগে দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করতো। তিনি উল্লেখ করেন যে, ডিজিটাল রূপান্তরের আগে নাগরিকরা শুধুমাত্র মৌলিক ব্যাঙ্কিং, স্বাস্থ্যসেবা এবং সরকারি পরিষেবা পাওয়ার জন্য শহরাঞ্চলে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রচুর সময় এবং অর্থ অপচয় করতেন। মোবাইল সংযোগ এই বৈচিত্র্যকে সুবিধার সঙ্গেও যুক্ত করেছে।

ডিজিটাল ব্যবস্থা এই চিত্রটি বদলে দিয়েছে। এখন মোবাইল ফোনে শত শত সরকারি পরিষেবা পাওয়া যায় এবং সরকারি সাহায্য এখন সরাসরি সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯ মাহামারীর সময়, যখন অন্য সবকিছু স্থবির হয়ে গিয়েছিল, তখন ভারতে অফিসের কাজ, ব্যাঙ্কিং কার্যক্রম এবং শিক্ষা অব্যাহত ছিল। ভারতের ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের কারণেই এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল। মোবাইল এবং ইন্টারনেট সংযোগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং সরকারি

আইএমসি ২০২৬-এর থিমঃ সীমানা ছাড়িয়ে সম্প্রসারণ

আইএমসি ২০২৬-এর চারটি মূল স্তম্ভ

- **সৃষ্টিঃ** ভবিষ্যৎ নির্মাণ
- **সমৃদ্ধি :** প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা
- **নিরাপত্তা :** আস্থা জোরদার করা
- **ক্ষমতায়ন :** সুযোগের সম্প্রসারণ



নয়টি মূল ক্ষেত্র
২০২৬ সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত

- ৫জি এবং ৬জি
- পরবর্তী প্রজন্মের এআই নেটওয়ার্ক
- সেমিকন্ডাক্টর
- নন-টেরেস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্ক
- সাইবার নিরাপত্তা
- কোয়ান্টাম কমিউনিকেশন
- এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন
- সার্কুলার ইকোনমি
- ইএসজি এবং ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং



নবম মোবাইল কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি...

- স্মার্ট গতিশীলতা
- স্টেডিয়াম অভিজ্ঞতা
- শিল্প রোবোটিক্স
- পরিবহণ প্রযুক্তি

ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের শক্তির কিছু দৃষ্টান্ত...

- পিএম কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি স্থানান্তরিত হয়েছে।
- ডিবিটি'র মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে।
- এই ব্যবস্থাটি সরকারের ৫ লক্ষ কোটি টাকার অপচয় রোধ করেছে।
- ভারতে ৫০০ মিলিয়ন (৫০ কোটিরও) বেশি মানুষ কোন না কোনভাবে গেমিং ইকোসিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত।
- ভারতজুড়ে ৫.৫ লক্ষেরও বেশি বেস স্টেশন চালু রয়েছে, যা ৫জি নেটওয়ার্ককে শক্তি জোগাচ্ছে।
- ২০২২ সালের তুলনায় দেশে মোবাইল ইন্টারনেটের গতি দশগুণ বেড়েছে।

আইএমসি ২০২৬-এর বিশেষ আকর্ষণ...

প্রতিনিধি **১০০** টিরও বেশি দেশ থেকে

৯০০ জনেরও বেশি চিন্তাবিদের অংশগ্রহণ

৫০০ জনেরও বেশি অংশীদার ও প্রদর্শক

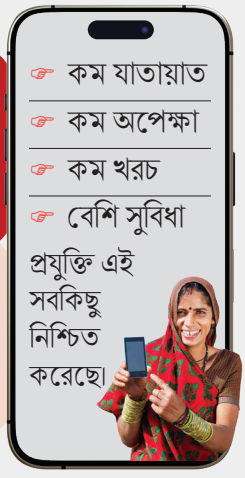
৬০০ টিরও বেশি স্টার্টআপস

১.৫ লক্ষেরও বেশি অংশগ্রহণকারী

১২০ টিরও বেশি সেশন

প্রযুক্তির 'নাগরিক সুবিধা'

মোবাইল ফোন এখন শুধু কথা বলার মাধ্যম নয়



পরিষেবাগুলির নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম নিশ্চিত করে। 'দীক্ষা' প্ল্যাটফর্মটি অনলাইন শিক্ষার সুবিধা প্রদান করে; কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত, এই প্ল্যাটফর্মে ৫০০ কোটিরও বেশি শিক্ষণ সেশন এবং প্রায় ৬,০০০ কোটি মিনিটের শিক্ষা রেকর্ড করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২৫ কোটি শিক্ষার্থীকে এই ডিজিটাল এবং অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।



ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) শতবর্ষ উদযাপন

জনমুখী শাসন
সুশাসনের প্রতীক

একটি উন্নত ভারতের জন্য, দেশে এখন যে ধরণের শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন, তা অনেকটাই ইউপিএসসি এবং রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনগুলির ওপর নির্ভরশীল। ইউপিএসসি তার প্রথম ১০০ বছরে ধারাবাহিকভাবে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা শক্তিশালী করেছে। ইউপিএসসি'র স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, মেধার প্রতি অঙ্গীকার, গোপনীয়তা এবং ন্যায্য কার্যপ্রণালীই এর স্বতন্ত্র পরিচয়। ১ অক্টোবর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ইউপিএসসি শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের নতুন কর্মসংস্কৃতির জন্য তিনটি মূল মন্ত্র তুলে ধরেনঃ জনমুখী, সক্রিয় এবং সুশাসন।

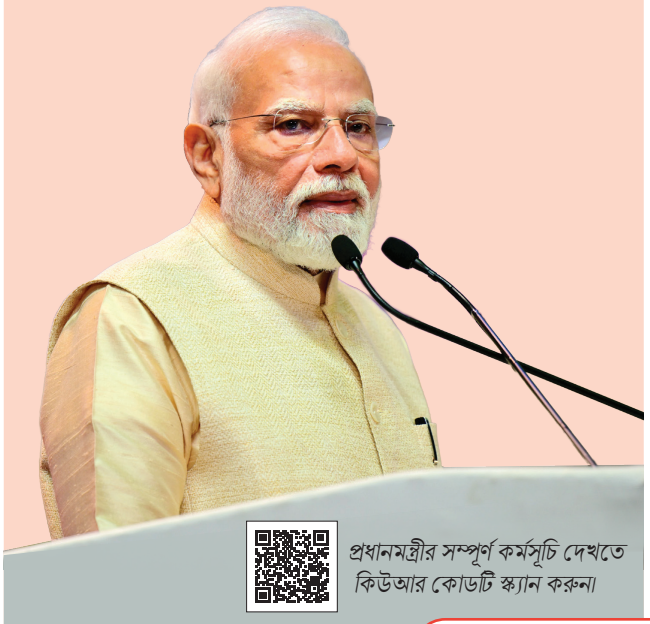
১৯২৬ সালে যখন এই প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল, তখন অগ্রাধিকারগুলি ছিল ভিন্ন। সেই সময়ে, এই ব্যবস্থার মনোযোগ এবং এর দায়বদ্ধতা দুটোই ব্রিটিশ রাজের ওপর নিবদ্ধ ছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর, একটি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন এবং এক স্বাধীন ভারতের শাসনতান্ত্রিক চাহিদাগুলিই কেন্দ্রীয় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বিগত দশকগুলিতে, ইউপিএসসি অনুকরণীয়ভাবে তার দায়িত্ব পালন করে এসেছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেন যে, আজকের দিনটি শুধু ইউপিএসসি'র ১০০ বছর পূর্তির উদযাপনই নয়, এটা একটা ঐতিহ্যেরও উদযাপন। এটা সেই আকাঙ্ক্ষার উদযাপন, যা লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী প্রতিবছর লালন করে এবং অনুসরণ করে। এটা সেই আস্থার উদযাপন, যা প্রতিটি ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের ওপর রাখে। এই শতবর্ষব্যাপী যাত্রাপথে প্রজন্ম বদলেছে, সরকার বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে এবং পাঠ্যসূচীও বদলেছে, তবুও ইউপিএসসি'র ওপর আস্থা আজও ঠিক ততটাই অটল রয়েছে, এবং এটাই আপনাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ধৈর্য, বিচক্ষণতা এবং সাহসের এক দৃষ্টান্ত

অনুষ্ঠান চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন, যিনি ফ্লাইদুবাই ফ্লাইট FZ1073 পরিচালনার সময় দৃষ্টান্তমূলক সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই ভারতীয় ক্যাপ্টেনের প্রদর্শিত ধৈর্য, বিচক্ষণতা এবং সাহসিকতার ওপর আলোকপাত করেন এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যটিও উল্লেখ করেন যে,

আমরা অতীতে এমন এক সময় দেখেছি যখন বিশ্বাস করা হতো যে সরকারই পরম রক্ষক ও প্রতিপালক। কিন্তু আজ আমাদের মূল মন্ত্র হলো "নাগরিক দেবো ভব।" অন্যভাবে বলতে গেলে, এই দেশের নাগরিক আমাদের কাছে দেবতার চেয়ে কম নন। নাগরিকের সেবাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকিট প্রকাশ

- ইউপিএসসি'র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারক মুদ্রা, একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং 'ইউপিএসসি'র নীতি নির্ধারণকারী ১০০টি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত একটি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন, যেখানে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) ১০০ বছরের যাত্রাপথ তুলে ধরা হয়েছে।
- গত বছরের ১ অক্টোবর শুরু হওয়া বছরব্যাপী উদযাপনের সমাপ্তি এবং ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউপিএসসি'র ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।
- এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ও সদস্যরা, ভারত সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, শিক্ষাবিদ, ইউপিএসসি'র কর্মকর্তারা এবং সারা দেশ থেকে আগত অন্যান্য অংশীদারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
- এটা ছিল ইউপিএসসি আয়োজিত দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ, যা ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রথম দিন ভারত মণ্ডপমে 'শতবর্ষ উদযাপন –মন্থন' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়; এতে বিশিষ্ট বক্তারা বক্তব্য রাখেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিভাবানদের বিশাল ভাণ্ডার

১৯৭৬

- **১৯৭৬ সালে, যখন ইউপিএসসি তার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছিল, সেই সময়ের তুলনায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা ৪৫ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।**

১৯৫২

- **১৯৫২ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারীর হার ছিল মাত্র ৩ শতাংশ; বর্তমানে এই হার বেড়ে ৩০%-এরও বেশি হয়েছে।**

২০১৪

- **ইউপিএসসি'র গোটা ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ৪জন নারী চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যার মধ্যে ৩ জনই ২০১৪ সালের পরবর্তী সময়ে নিযুক্ত হয়েছেন।**

এই ভারতীয় নাগরিক ৯/১১-এর মতো একটি মর্মান্তিক ঘটনা প্রতিরোধ করেছেন। স্মিতের এই কৃতিত্ব প্রত্যেক নাগরিককে গর্বে পূর্ণ করে। তিনি বলেন, "আমি দেশের জনগণের কাছে আবেদন করছি যে আমরা সবাই যেন স্মিতের দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করি এবং আমাদের ভাই স্মিতকে স্যালুট জানাই যিনি ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।" ●

পিএম-জনমন-এর তিন বছর

জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন...

জনজাতীয় গর্ব উদযাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা

"আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জানা উচিত যে, আমার জনজাতি ভাই-বোনেরা বন-পাহাড়ে বসবাস করতেন – যাদের কাছে অনেক সময় পরনের জন্য নুন্যতম বস্ত্রটুকুও ছিল না – তবুও তাঁরা ভারতমাতার স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করতে কখনও পিছপা হননি। তাঁরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য; ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উচিত তাদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী চিন্তার ফলেই ২০২১ সাল থেকে ১৫ নভেম্বর 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালন শুরু হয়। এরপর ২০২৩ সালে চালু করা হয় 'প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান' (পিএম-জনমন), যার মাধ্যমে ৭৫টি বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি গোষ্ঠীর (PVTGs) উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতে ৭৫০টি উপজাতীয় গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের মোট জনসংখ্যা ১০.৪৫ কোটি। এর মধ্যে ৭৫টি গোষ্ঠীকে 'বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ উপজাতীয় গোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও, প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়। এই সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা বোঝার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯৯৯ সালে উপজাতিদের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এবং উপজাতীয় সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮৯তম সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে 'জাতীয় তফসিলি উপজাতি কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ধারা অব্যাহত রেখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার গত ১২ বছরে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের গৌরব ও তাদের অবদানকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে ও শ্রদ্ধা জানাতে পারে। উপজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনের নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী স্মরণে ১৫ নভেম্বর 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' পালন করা হয়। বিরসা মুন্ডা ১৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২৪-২৫ সালটিকেও 'জনজাতীয় গৌরব বর্ষ' হিসেবে উদযাপন করা হয়েছে।

পিএম-জনমন... আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি

ভারত সরকার উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প চালু করেছে – যার মধ্যে রয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান' (পিএম-জনমন) এবং 'ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান' (ডিএজেজিইউএ) – যা এই সম্প্রদায়গুলির

"অটলজির সরকারই উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় ও সুনির্দিষ্ট বাজেট গঠন করেছিল। আমাদের সরকারের আমলে উপজাতি কল্যাণের জন্য বরাদ্দ বাজেট অতীতের তুলনায় এখন ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী





পিএম-জনমন-এর অধীনে গৃহীত পদক্ষেপগুলি

পদক্ষেপ	অনুমোদিত সংখ্যা
পিএমএওয়াই-জি-এর অধীনে আবাসন	৪.৮২ লক্ষ
পিএমজিএসওয়াই-এর অধীনে সড়ক নির্মাণ	৭,৯৯২ কিমি
জেজেএম –এর অধীনে অনুমোদিত গ্রামগুলি	১৮,৭৫৬
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিটগুলি	৮৩১
অনুমোদিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি	২,৪৯৮
সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে অনুমোদিত কাজগুলি	৫০০
বিদ্যুতায়নের জন্য অনুমোদিত আবাসন	১.৫৪ লক্ষ
সংযোগ সুবিধার আওতাভুক্তির জন্য নির্বাচিত বসতিগুলি	৪,৩৪৭
উন্নয়ন কেন্দ্র এবং বহুমুখী কেন্দ্রগুলি	১,৫৪০
বন ধন বিকাশ কেন্দ্র	৫০০

‘ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান’-এর আওতায় উন্নয়নের ২৫টি পদক্ষেপ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৪ সালের ২ অক্টোবর ‘ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান’ চালু করেন। আদিবাসী গ্রামগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৭টি মন্ত্রক এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে ৬৩,৮৪৩টি গ্রামে পরিকাঠামোগত ঘাটতি দূর করার জন্য ২৫টি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে – যার মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবার সুযোগ বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৪৯টি জেলায় বসবাসকারী ৫ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

২০ লক্ষ বাড়ি প্রদান করা হবে পিএমএওয়াই-জি-এর আওতায়।

২৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ প্রদান করা হবে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায়।

২৫,০০০ কিমি রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

১,০০০ টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিট চালু করা হবে।

- প্রতিটি গ্রামে ‘হর ঘর নল সে জল’ প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে।
- ২,০০০টি প্রতিষ্ঠানের ছাদের ওপর সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।
- পোষণ ২.০-এর আওতায় ২,০০০টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা হবে।
- সমগ্র শিক্ষা অভিযান-এর আওতায় ১,০০০টি হস্টেল নির্মাণ করা হবে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে। ২০২৩ সালে ‘জনজাতীয় গৌরব দিবস’-এর দিন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সূচিত ‘পিএম- জনমন’ অভিযানের লক্ষ্য হলো সারা দেশে ‘বিশেষভাবে দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠী’ (PVTG)-ভুক্ত মানুষদের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এই অভিযানের জন্য ২৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিরাপদ বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবার উন্নত সুযোগ, সড়ক ও টেলিযোগাযোগ সংযোগ, বিদ্যুৎহীন পরিবারগুলিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া এবং টেঁকসই জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় নয়টি মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করছে, যারা পিভিটিজি সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতির জন্য ১১ ধরণের উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে।

মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য

পিএম- জনমন-এর আওতাভুক্ত গ্রাম ও বসতিগুলিতে পিভিটিজি জনগোষ্ঠী এবং পরিকাঠামোগত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পিএম গতিশক্তি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে মোট ১২.৩৬ লক্ষ পিভিটিজি পরিবার রয়েছে, যাদের মোট জনসংখ্যা ৪৮.৫২ লক্ষ। ৭৫টি পার্টিকুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবাল গ্রুপ (পিভিটিজি) হলো উপজাতি সম্প্রদায়ের সবচেয়ে প্রান্তিক অংশ, যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে।



ব্লুমবার্গ | *নিউ ইকোনমি ফোরাম ২০২৬*

ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

ক্ষমতার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

আসল প্রশ্ন এটা নয় যে কার হাতে ক্ষমতা রয়েছে বরং প্রশ্ন হলো সেই ক্ষমতা কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রযুক্তির সুফল কি শুধুই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে আটকে থাকবে, নাকি তা লাখ লাখ মানুষের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে? জ্ঞান কি শুধুই গুটিকয়েক মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি তা প্রতিটি ব্যক্তির সম্ভাবনাকে আরও বিকশিত করবে? ১৩ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে এই প্রশ্নগুলিই তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আজ আমি এখানে একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছিঃ 'ক্ষমতার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন'..."

একটি প্রবাদ আছেঃ বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়, শক্তিঃ পরেষাং পরি-পীডনায়। খলস্য সাধোঃ বিপরীতম্ এতত্, জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়।। যার মূল কথা হলো, কারো কাছে জ্ঞান, সম্পদ বা ক্ষমতা থাকলে, তিনি তা কীভাবে ব্যবহার করছেন – সেটাই আসল বিষয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, ক্ষমতার প্রকৃত মূল্য নিহিত থাকে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে – বর্তমান সময়ে এই ধারণাটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তব্যে জোর দিয়ে বলেছেন যে, অন্যকে ক্ষমতায়িত করার জন্য ক্ষমতা ব্যবহারের যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, তা শুধুই অন্যদের উপদেশ দেওয়ার বিষয় নয়; এটা আমাদের হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যের শিক্ষা। ভারতে আমরা আমাদের শাসনব্যবস্থা ও কর্মসংস্কৃতির মধ্যে এই আদর্শকে অন্তর্ভুক্ত করে তা প্রমাণ করেছি।

সংযোগ ব্যবস্থা নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করেছে

প্রায় ১২-১৩ বছর আগেও ভারতে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের সুবিধা পাওয়াটা এক ধরণের ক্ষমতার মতো ছিল। ২০১৪ সালের পর, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে, তখন ভারত মোবাইল ডেটাকে সাশ্রয়ী করার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। এর ফলে, আজ একটি ছোট শহরের শিক্ষার্থী ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, গ্রামের ছোট দোকানের মালিক নতুন ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন এবং তরুণ-তরুণীরা নতুন নতুন অনলাইন কোর্সে যুক্ত হতে পারছেন। সহজ কথায়, ভারতে সংযোগ ব্যবস্থা শুধুই মানুষকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করেনি বরং তা সোনালী সুযোগের সঙ্গেও মানুষকে যুক্ত করেছে। আর এটাই হলো ক্ষমতায়নের প্রকৃত শক্তি।

ডিজিটাল শক্তির প্রধান ভূমিকা

১০০
টিরও বেশি ভাষা

১,০০০
-এরও বেশি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল

৮০,০০০টি
নিবন্ধিত সংবাদপত্র

৫০
মিলিয়নেরও বেশি ইউটিউব ব্যবহারকারী

৫০ মিলিয়নেরও বেশি ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী



স্টার্টআপস

২.৫০
লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপস

৪৫%
এরও বেশি স্টার্টআপে অন্তত একজন নারী পরিচালক রয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

এই বছর ব্লুমবার্গ ইকোনমি ফোরামের মূল বিষয়বস্তু বিশ্বজুড়ে উদীয়মান নতুন ধরণের ক্ষমতার ওপর আলোকপাত করে।

ভারত চালু করেছে –

- আন্তর্জাতিক সৌর জোট।
- দুর্যোগ সহনশীল পরিকাঠামো জোট।
- বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স।
- গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স।
- ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর (IMEC)।
- মিশন লাইফ (পরিবেশের জন্য জীবনধারা) – সমষ্টিগত কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ।

ভারত এই ধারণাগুলি সামনে এনেছে –

- এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড।
- এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ।

এই ক্ষেত্রেও, বিদ্যুৎ শুধুমাত্র অন্যদের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৭০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে –

- ভারতের বর্তমানে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে।
- এই অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮%।

“

প্রতিটি যুগেরই ক্ষমতার নিজস্ব উৎস ও সংজ্ঞা ছিল। তবে একুশ শতকে – বিশেষ করে এই তৃতীয় দশকে – একটি বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমানে প্রযুক্তি, ডেটা, জ্ঞান এবং উদ্ভাবনই হলো ক্ষমতার উৎস।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারতের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স

এক অসাধারণ যাত্রা এক স্মরণীয় অর্জন

যখন দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদদের কল্যাণের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ নেয়, তখন তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল পাওয়া যায়। ঠিক এই কারণেই গত ১২ বছরে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা তাঁদের অসাধারণ নৈপুণ্যের মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গনে দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন। এশিয়ান গেমস ২০২৬-এও এই ধারা অব্যাহত ছিল; সেখানে ভারত ২১টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য ও ৩৭টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে।



এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারত মোট ৮৫টি পদক জয়ের মাধ্যমে তাদের অভিযানের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অসাধারণ নৈপুণ্য ও ঐতিহাসিক অর্জনে ভরা এই যাত্রা দেশবাসীর স্মৃতিতে দীর্ঘকাল অম্লান হয়ে থাকবে। আইচি-নাগোয়া গেমসে ভারত ৮৫টি পদক – ২১টি স্বর্ণ, ২৭টি রৌপ্য এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ – জয়ের মাধ্যমে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে এটা ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক জয়ের ঘটনা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদদের কুচকাওয়াজসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী আয়োজন ছিল এবং তার মাধ্যমেই গেমসের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।



অ্যাথলেটিক্সে ২৪টি এবং শুটিংয়ে ১৫টি পদক জিতলো ভারত

ভারত বেশ কিছু ঐতিহাসিক ব্যক্তিগত নৈপুণ্যও প্রদর্শন করেছে। প্রণবী উরস এশিয়ান গেমসে গলফে ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক জয়ী প্রথম ভারতীয় নারী হয়েছেন। অন্যদিকে, ১৭ বছর বয়সী কুমকুম মোহাদ মহাদেশীয় এই আসরে ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয়ী প্রথম ভারতীয় নারী হিসেবে ইতিহাস গড়েছেন। এছাড়া, মেরি কমের পর দ্বিতীয় ভারতীয় নারী হিসেবে বক্সিংয়ে এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতেছেন লাভলিনা বরগোঁহাই। ভারত অ্যাথলেটিক্সে ২৪টি পদক জিতেছে, যা এই ইভেন্টে তাদের সর্বোচ্চ সাফল্য; পাশাপাশি শুটিংয়ে তারা জিতেছে ১৫টি পদক। স্বর্ণপদক জয়ের দিক থেকে আর্চারি সবচেয়ে সফল খেলা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে ভারত পাঁচটি স্বর্ণপদক পেয়েছে।





এশিয়ান গেমস সমাপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে, আমি ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্যকে অভিনন্দন জানাই, যারা দৃঢ় সংকল্প, আবেগ এবং অসাধারণ ক্রীড়াসুলভ মনোভাব নিয়ে আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আমাদের সকল পদকজয়ীদের অভিনন্দন; তাঁদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেশে বয়ে এনেছে অসীম আনন্দ। আমি আশা করি, এই গেমস আগামী বছরগুলিতে আরও বড় সাফল্যের অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলাকে শক্তিশালী করতে অবদান রাখবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ভারতের ঐতিহাসিক সাফল্য

জাপানে ভারতের এই অভিযানে বেশ কিছু ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে ভারত সফলভাবে নিজেদের শিরোপা ধরে রেখেছে। পুরুষ ও নারী – দুই ক্রিকেট দলই তাদের এশীয় শিরোপা অক্ষুন্ন রেখেছে, আর কাবাডিতেও উভয় দল স্বর্ণপদক জয় করেছে। পুরুষ হকি দল মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ৫-১ ব্যবধানে জয়ী হয়ে সফলভাবে তাদের শিরোপা রক্ষা করেছে; অন্যদিকে, মহিলা হকি দল ফাইনালে চিনকে ১-০ ব্যবধানে পরাজিত করে এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জয়ের ৪৪ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়েছে। ■





প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

“আপনারা আমাদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন”

ক্রীড়াবিদদের দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতবিনিময়

১৫ অক্টোবর সন্ধ্যায়, দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ২০২৬ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের দলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে তিনি ভারতীয় দলের উদ্দেশ্যে ভাষণও দেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদ, তাঁদের প্রশিক্ষক, সহায়তা প্রদানকারী কর্মী, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের আধিকারিক, বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের প্রতিনিধি এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রকের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেন যে, মহিলা হকি দল ৪৪ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্বর্ণপদক জয় করেছে। ক্রিকেটে, পুরুষ ও মহিলা দুই দলই টানা দ্বিতীয়বারের মতো স্বর্ণপদক অর্জন করেছে। এছাড়া, ২৮ বছর পর ভারোত্তোলনেও দেশ একটি পদক পেয়েছে। মহিলা ক্রীড়াবিদদের প্রশংসা করে তিনি তুলে ধরেন যে, দেশের জেতা মোট ৮৫টি পদকের মধ্যে ৩৮টিই এসেছে আমাদের কন্যাদের হাত ধরে। এই পদকগুলি শুধুই কিছু সংখ্যা নয়; বরং এগুলি একটি ‘নতুন ভারত’-এর শক্তিশালী প্রতিচ্ছবি।

বিগত ১২ বছর ধরে ভারত অত্যন্ত ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তার ক্রীড়া পরিমণ্ডলকে উন্নত করার জন্য কাজ করে আসছে।

আপনারা ত্রিবর্ণের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন এবং এর মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন। সেই কারণেই আপনাদের এই সাফল্য শুধু আপনাদের একার নয়; এটা এই দেশের কোটি কোটি নাগরিকদের সাফল্য। ভারতের সকল মানুষের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



লাদাখে উন্নয়নের জোয়ার

তরুণ প্রজন্মকে কেন্দ্র করে লাদাখে উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের এক নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য লেহ –তে একটি প্রধান সেন্টার অফ এক্সেলেন্স নির্মাণ করা হচ্ছে এবং আইআইটি জম্মু ও আইআইএম জম্মুর স্যাটেলাইট ক্যাম্পাসের প্রস্তাবনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি আধুনিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন একটি নতুন বিমানবন্দর টার্মিনালের মাধ্যমে আরও জোরদার হবে, যা পর্যটনকে উৎসাহিত করবে। এই প্রেক্ষাপটে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫ অক্টোবর ৩,৩৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন...

হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সরকার লাদাখের নতুন প্রজন্মের ওপর বিশেষ নজর দিচ্ছে। সরকার এই অঞ্চলের যুবকদের মানসম্মত শিক্ষা, নতুন প্রযুক্তি শেখার সুযোগ এবং অন্য শহরের ওপর নির্ভরশীল না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, লেহ-তে একটি বড় সেন্টার অফ এক্সেলেন্স নির্মাণের পাশাপাশি আইআইটি জম্মু এবং আইআইএম জম্মুর স্যাটেলাইট ক্যাম্পাস স্থাপনের প্রস্তাবও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর ফলে লাদাখের যুবকরা তাদের নিজেদের অঞ্চলের মধ্যেই উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের আরও ভালো সুযোগ পাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হলো লাদাখে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং একই সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশের যত্ন সহকারে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রায় ২,৫০০কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নিম্মু-পাদুম-দারচা সড়কটি লাদাখকে উৎসর্গ করেন। যে যাত্রা আগে প্রায় ১২ ঘন্টা সময় নিত, এখন তা প্রায় ৩ ঘন্টায় সম্পন্ন করা যাবে। এর ফলে যাতায়াতের সময় বাঁচবে এবং এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে উল্লেখ্য গতি আসবে।

লাদাখে ৩,৩৫০ কোটি টাকার ৫টি বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হলো

- নিম্মু-পাদুম-দারচা সড়কঃ দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি ২৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ কৌশলগত সড়ক।
- নতুন বিমানবন্দর টার্মিনালঃ ৬৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুশোক বাকুলা রিম্পোচি বিমানবন্দরের ২৩,৮০০ বর্গমিটারের আধুনিক টার্মিনালটি চালু হলো। (বার্ষিক ধারণক্ষমতাঃ ৩৫ লক্ষ যাত্রী)
- বিদ্যুৎ ও শক্তিঃ ৯ মেগাওয়াট হানু ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং ৬৬ কেভি ডাবল-সার্কিট দাহ-হানু-খালাতসে সঞ্চালন লাইনের উদ্বোধন।
- জল সংরক্ষণঃ দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত 'হিম সরোবর' প্রকল্পের অধীনে ৪০টি গ্রামের ৪০টি জলাশয় উন্নত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।



ঐতিহ্য ও ভবিষ্যতের লালন
প্রগতির আকাঙ্ক্ষা

ভারত তার ঐতিহ্যকে লালন করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কাশী তামিল সঙ্গমের মতো উদ্যোগ সাংস্কৃতিক সংযোগকে উৎসাহিত করছে, অন্যদিকে আধুনিক রেলপথ ও মহাসড়ক রাজ্যগুলির উন্নয়নে গতি সঞ্চার করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেন্নাই সফর করেন, যেখানে তিনি তামিলনাড়ুর জন্য ১৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে একটি ব্রেন রিসার্চ সেন্টার উৎসর্গ করেন। এছাড়াও, জয়গোপাল গারোদিয়া হিন্দু বিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি দেশের অপার সম্ভাবনার ওপর জোর দেন এবং তাদের ভবিষ্যৎকে বৃহৎ পরিসরে কল্পনা করার জন্য আহ্বান জানান।

ভারতসহ যেকোন দেশের অগ্রগতির সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হলো মজবুত পরিকাঠামো। তরুণরাই একটি দেশের ভবিষ্যতের স্থপতি। একারণেই, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেল, মেট্রো ব্যবস্থা, মহাসড়ক এবং এক্সপ্রেসওয়ের মতো যুগান্তকারী পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি ভারত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করছে। চেন্নাইয়ের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, ভারত তার সাংস্কৃতিক শক্তি থেকে অনুপ্রেরণা নেয়, বৈজ্ঞানিক অগগতির মাধ্যমে এগিয়ে যায় এবং আধুনিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে নতুন সুযোগ তৈরি করে। আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলেছে।

গত এক দশকে ভারত দেশ জুড়ে তার মেট্রো নেটওয়ার্ক উল্লেখ্যভাবে প্রসারিত করেছে। ২০১৪ সালে যেখানে মেট্রো রেল পরিষেবা মাত্র পাঁচটি শহরে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে এখন তা ২৫টি শহরে চালু রয়েছে। এই নেটওয়ার্ক ২৫০ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১,১০০ কিলোমিটার হয়েছে। চেন্নাই মেট্রোর নতুন সম্প্রসারণ এই নেটওয়ার্ককে আরও প্রসারিত করবে।

একটি শক্তিশালী মন্ত্রঃ রাজ্য উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন

- চেন্নাইতে ১৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।
- এই প্রকল্পগুলি মেট্রো রেল, মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর, পেট্রোলিয়াম এবং শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত।
- চেন্নাই মেট্রো রেল প্রকল্পের (দ্বিতীয় পর্যায়) পুনামাল্লি-ভাদাপালানি অংশের উদ্বোধন করেন এবং মেট্রো ট্রেনে চড়েন।
- তামিলনাড়ুতে প্রায় ৩,৭০০ কোটি টাকার জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং উদ্বোধন করেন।
- কারাইকাল-পেরালম রেললাইনসহ ৭৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রেল পরিকাঠামো প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।
- কোয়েম্বাটুর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তিনটি রেল ওভারব্রিজ জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন; এছাড়াও পালানি, ভেলোর ক্যান্টনমেন্ট, আম্বাসামুদ্রম, পরমাকুডি এবং নামাক্কাল-এ অবস্থিত পাঁচটি অমৃত ভারত স্টেশনের উদ্বোধন করেন।
- চেন্নাই বন্দর, কামারাজার বন্দর এবং ভি.ও. চিদাম্বরানার বন্দর সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির সূচনা করেন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- আইআইটি মাদ্রাজ-এর সুধা গোপালকৃষ্ণন ব্রেন সেন্টারটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং একটি অনন্য বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক মিশন চালু করেন। এই মিশনের লক্ষ্য হলো ভ্রূনাবস্থা থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ১০০টিরও বেশি মানব মস্তিষ্কের কোষীয় স্তরের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করা।
- 'সি-স্ট্রোক' প্রকাশ করেন, যা এই ধরণের প্রথম মানব ইস্কেমিক স্ট্রোক অ্যাটলাস। এতে স্ট্রোক-আক্রান্ত মস্তিষ্কের ১,০০০টিরও বেশি আণুবীক্ষণিক অংশের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।



"এই ২৫ বছরে গণতন্ত্রের দুটি স্তম্ভের প্রতি আমার বিশ্বাস ক্রমাগত দৃঢ় হয়েছে। প্রথমত - দেশের জনগণ! দ্বিতীয়ত - সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা! আমি সবসময় এই মন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়েছি যে, রাজ্যের উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন সাধিত হয়।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

আজ, নৌপরিবহণ ক্ষেত্রকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশ তার বন্দর পরিকাঠামোকেও শক্তিশালী করছে। সরকার প্রধান হিসেবে তাঁর ২৫ বছরের কার্যকালের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, রাজ্য পর্যায়ে কাটানো সময়ই তাঁর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন তাঁকে রাজ্য পর্যায়ের আকাঙ্ক্ষাগুলি বুঝতে সাহায্য করেছিল; ফলে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি শুধু সেই প্রত্যাশাগুলি পূরণ করতেই চাননি বরং প্রতিটি রাজ্য যাতে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্যও সচেষ্ট হয়েছেন।

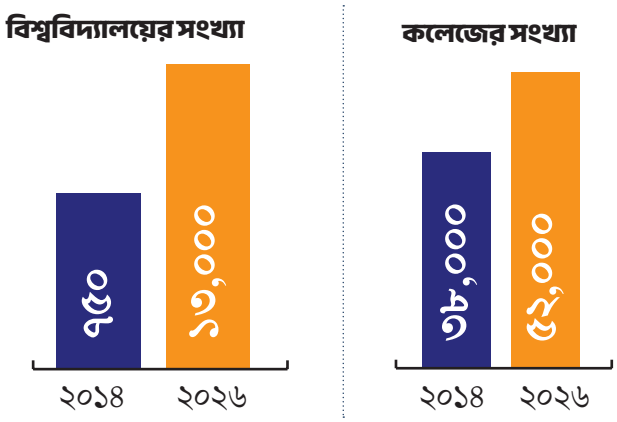
ভারতীয় যুবকদের মধ্যে বৈশ্বিক সমাধান দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেন্নাইয়ের জয়গোপাল গারোদিয়া হিন্দু বিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে অংশ নেন। (জ্ঞানই মুক্তি দেয়), এই মূল মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে স্কুলটি এমন ছাত্রছাত্রী তৈরি করতে সচেষ্ট, যারা সমাজে অর্থবহ অবদান রাখে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেন যে,



গত দশকে শিক্ষা পরিকাঠামোর শক্তিশালীকরণ



- বেশ কয়েকটি নতুন আইআইটি, আইআইএম, আইআইআইটি এবং এইমসও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।



২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের সংকল্প

দেশ দ্রুতগতিতে নতুন ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলছে এবং উন্নত প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করছে, যাতে খেলাধুলাকে শুধু বিনোদন হিসেবে নয় বরং একটি সম্ভাবনাময় পেশা হিসেবে দেখা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী যুবকদের বলেছেন যে, দেশ ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য জোরদার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একই সঙ্গে, এটি ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বড় বড় বৈশ্বিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যুবকদের একটি চমৎকার মঞ্চ দেবে, তাদের সক্ষমতা বাড়াবে এবং পূর্ণ সরকারি সমর্থন নিশ্চিত করবে।



আজকের যুবসমাজ ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্নের চালিকাশক্তি হতে চায়। বিকশিত ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন ধারণা ও সমাধান শুধু দেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ গঠন করবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

আজকের যুবকদের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চালিকাশক্তি হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এই জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য নতুন ধারণা ও সমাধান শেষ পর্যন্ত শুধু দেশের ভাগ্যই নয়, বিশ্বের ভবিষ্যতও নির্ধারণ করবে। আজকের বিশ্ব সমাধান খুঁজছে, এবং সেই সমাধান দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তরুণদের।

প্রধানমন্ত্রী মোদী তরুণদের কবির বিখ্যাত মন্ত্র, (নির্ভীক, নির্ভীক), গ্রহণ করতে এবং তাদের ধারণা ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রবল উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাদের বড় স্বপ্ন দেখতে, ভিন্নভাবে চিন্তা করতে এবং নির্ভীক হতে উৎসাহিত করেছেন। ●

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ভারতের প্রথম মহিলা এয়ার মার্শাল



ডঃ পদ্মাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ১৯৬৮ সালে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন, তিনি ভারতের প্রথম মহিলা এয়ার মার্শাল হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রায় চার দশক ধরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর চিকিৎসা শাখায় কর্মরত থেকে তিনি ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সেবার জন্য তাঁকে বিশিষ্ট সেবা পদক প্রদান করা হয়। তিনি উত্তর মেরুতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনাকারী প্রথম ভারতীয় মহিলা। নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত ডঃ পদ্মাবতী বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিকে, বিশেষ করে কন্যাদের অনুপ্রাণিত করেন।



জন্মঃ ৪ নভেম্বর ১৯৪৪

১৯৪৪ সালের ৪ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে জন্মগ্রহণকারী ডঃ পদ্মাবতী বন্দ্যোপাধ্যায় শৈশবেই ডাক্তার হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি পুনের আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৬৮ সালে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। আকাশে উড়ে বেড়ানোর স্বপ্নও তিনি দেখতেন। তিনি যখন বিমান বাহিনীতে যোগ দেন, তখন একজন মহিলার বাহিনীর অংশ হওয়ার ধারণাটি সম্ভবত খুব কম মানুষই কল্পনা করতেন।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়, তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে সীমান্তে মোতায়েন ছিলেন। সেখানে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহিলা ছিলেন এবং একটি বাঙ্কারে থাকতেন। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাঁর অনুকরণীয় আচরণের জন্য তাঁকে বিশিষ্ট সেবা পদক (ভিএসএম) প্রদান করা হয়। ২০০২ সালে তিনি প্রথম মহিলা কর্মকর্তা হিসেবে এয়ার ভাইস মার্শাল (একটি দুই-তারকা পদমর্যাদা) পদে উন্নীত হন। এছাড়াও, তিনি প্রথম মহিলা কর্মকর্তা যিনি এয়ার কমোডর পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি উত্তর মেরুতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করেন। এই কৃতিত্বগুলির পাশাপাশি, তিনি প্রথম মহিলা কর্মকর্তা যিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ কোর্স সম্পন্ন করেন।

২০২০ সালের ২৫ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয় যে, পদ্মাবতী বন্দ্যোপাধ্যাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাঁকে অসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী প্রদান করে। এই সম্মাননা গ্রহণ করে তিনি ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রায় ১২ বছর ধরে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে রোগীদের সেবা করে চলেছেন। তিনি সপ্তাহে তিন দিন এই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং ৮০-১০০ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। এছাড়াও, তিনি সপ্তাহান্তে তাঁর বাড়িতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিজ্ঞান ও গণিত শেখাতেন। তিনি বলেছিলেন যে, শুধুমাত্র তাদের আশীর্বাদের কারণেই তিনি পদ্মশ্রী সম্মাননা পেয়েছেন। ●

বিদায়
নানা পাটেকর



হিন্দি ও মারাঠি দুই সিনেমারই একজন প্রখ্যাত অভিনেতা নানা পাটেকর কয়েক দশকব্যাপী কর্মজীবনে নিজের জন্য একটি অনন্য স্থান তৈরি করেছিলেন এবং সমাজে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের 'ক্রান্তিবীর', যিনি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর নীরবতা যেমন প্রভাবশালী ছিল, তাঁর বক্তৃতাও ছিল তেমনই তেজস্বী। তিনি দেশবিরোধী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। পরিন্দা, ক্রান্তিবীর, আব তক ছাপ্পান এবং ওয়েলকাম-এর মতো চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে।

জন্মঃ ১ জানুয়ারি ১৯৫১,
মৃত্যুঃ ৮ অক্টোবর ২০২৬

দেশের সেবা করার প্রতি নানা পাটেকরের অনুরাগ এতটাই গভীর ছিল যে, প্রহার চলচ্চিত্রটি পরিচালনা ও অভিনয়ের প্রস্তুতির জন্য তিনি টেরিটোরিয়াল আর্মির সঙ্গে তিন বছরের কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীতে তাঁকে সম্মানসূচক ক্যাপ্টেন (এবং পরে মেজর) পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখ্য হলো ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময় তিনি একটি কুইক রিঅ্যাকশন টিমে যোগ দেন এবং মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের পাশাপাশি দেশের সেবা করার জন্য সরাসরি যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

"খুব কম অভিনেতারই নানা পাটেকরজির মতো গভীরতা, স্বাতন্ত্র্য এবং প্রভাবশালী উপস্থিতি রয়েছে। তিনি প্রতিটি চরিত্রে বহুমুখী প্রতিভা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং আমাদের এমন সব চরিত্র উপহার দিয়েছেন যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মনে রাখবে। তিনি তাঁর স্পষ্ট ও অকপট মতামতের জন্যও প্রশংসিত ছিলেন; নিজের মনের কথা বলতে তিনি কখনও দ্বিধা করেননি।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

"কিংবদন্তী ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা নানা পাটেকরজির প্রয়াণ শিল্প জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

- অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী



Narendra Modi ✓
@narendramodi

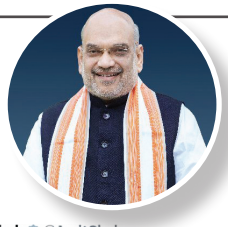
25 वर्षों का जनविश्वास मेरे लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने की प्रेरणाशक्ति है। ईश्वररूपी जनता-जनार्दन के लिए मेरा एक ही संकल्प है कि मैं देशवासियों की और अधिक सेवा करूं।

Gratitude to everyone for their blessings and wishes. What greater strength can there be than the trust and affection of 140 crore Indians?



Rajnath Singh ✓
@rajnathsingh

देश की सुरक्षा के लिए हमारी Defence Industry की Surge Capacity और Production Capacity का मजबूत होना जरूरी है। हमारी प्रतिभा, युवा शक्ति और Policy Support हमारी ताकत हैं। सरकार हमेशा Defence Industry के साथ खड़ी है, ताकि जरूरत पड़ने पर उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सके और देश हर चुनौती के लिए तैयार रहे।



Amit Shah ✓ @AmitShah

मोदी सरकार में सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिला सशक्तीकरण का सशक्त माध्यम बन रही है। चाहे श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत हो या PACS को बहुउद्देश्यीय बना डेयरी से जोड़ना हो, सहकारिता का सबसे बड़ा लाभ सहकारी डेयरी क्षेत्र को मिल रहा है।

आज भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में प्रदेशभर से आए पशुपालकों से संवाद किया। इस अवसर पर गोपालक दीदियों का सम्मान किया, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत लाभ वितरित किए तथा मोरवन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नगर वन विकसित करने के लिए KRIBHCO एवं मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के बीच MOU भी हुआ।



Nitin Gadkari ✓ @nitin_gadkari

हवा में उडनेवाली बस.. (Skybus), यह सिर्फ एक नई Transport Technology नहीं...

यह उस 🇮🇳 भारत की कल्पना है,
जहां Innovation का उद्देश्य सिर्फ गति नहीं, बल्कि जनसेवा, सुविधा और बेहतर भविष्य है।

नई सोच।
नई तकनीक।
नई ऊँचाई।
और गतिशील 🇮🇳भारत का भविष्य - SKY BUS



Kiren Rijiju ✓ @KirenRijiju ·

SIR प्रक्रिया में 13 करोड़ वोटर कटने का दावा भ्रामक है!
प्रक्रिया के दौरान करीब 13 करोड़ नाम ड्राफ्ट स्तर पर मृत, अनुपस्थित/अप्राप्य, स्थायी रूप से स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि जैसी श्रेणियों में चिह्नित किए गए हैं। इन्हें 13 करोड़ अंतिम विलोपन बताना सही नहीं है।
ड्राफ्ट सूची सभी राजनीतिक दलों के BLA के साथ साझा की गई है और पात्र मतदाताओं को दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।
तथ्यों को समझें, भ्रम से बचें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास रखें।



Arjun Ram Meghwal ✓
@arjunrammeghwal

न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने, मामलों का समयबद्ध निस्ता सुनिश्चित करने तथा justice distribution system को अधिक प्रभावी बनाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

#JusticeDelivery #JudicialReforms

In world of uncertainty, India offers reliability, stability: PM

'We Don't Grow At Anyone's Cost. We Grow With World, For World'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: PM Narendra Modi Tuesday sought to position India as a trusted ally while stating that supply chains, energy, minerals, payment systems, and technology are increasingly becoming instruments of pressure and dominance and the routes created by globalisation over the past decades have become chokepoints in several cases.

"One of the biggest questions facing the world today is that of trust, of confidence — the confidence that supplies will continue uninterrupted in times of need. We do not grow at anyone's cost. We grow with the world, and for the world," the PM said at a Bloomberg event. He pitched India's expanding economic and technological capabilities to address global challenges during geopolitical tensions, supply-chain disruptions and growing competition for strategic resources.

The PM also said that India's economic growth is anchored in strong fundamentals, financial resilience and a sustained reform drive, as he cited the 7.8% growth recorded in the June quarter. Modi placed India as a global economic and technology power that seeks to help other countries prosper rather than growing at their expense.

"It is because of this strength that India's sovereign ratings are being upgraded. In a world filled with uncertainty, India offers the assurance of reliability and stability," he said, highlighting GST, labour reforms and steps to make it easier to do business. "We are pursuing reforms with a clear policy direction. India's reform express continues to move ahead at high speed. For us, reforms are not a compulsion. Reforms are our conviction," he said.



PM Modi with former UK PM Rishi Sunak in New Delhi Tuesday

Modi also said that the true measure of economic and technological strength lay not in the ability to control others but in creating opportunities for them, as he argued that India believes in the principle of "power to empower".

"Today, technology is power. Data is power. Knowledge is power. Innovation is power. But the real question is not who possesses power. Rather, the question is how that power is being used," he said, while highlighting the country's digital public infrastructure, affordable mobile data, digital payments and direct benefit transfer as examples of technology widening access to economic opportunities.

PM urges youth to upgrade skills, adapt to emerging technologies

EXPRESS NEWS SERVICE @ New Delhi

PRIME Minister Narendra Modi on Friday said that as technology evolves rapidly, young people must acquire new skills, upgrade their existing capabilities and adapt to emerging technologies.

Modi, who was interacting with representatives of Indian participants at the WorldSkills Competition held in Shanghai, also emphasised the need for coordinated efforts by youth, the government and training institutions to establish the country as a global hub of skilled human resources.

Highlighting the importance of specialised skills, he asked young people to adapt to emerging technologies, develop skills in line with requirements of the global market, and contribute to improving India's skill training ecosystem through their experiences and suggestions, an official statement said.



PM Modi interacts with the Indian Team of WorldSkills Shanghai 2026 in Delhi | PTI

Underlining the objective behind establishing a separate Ministry for Skill Development, he said the skill training institutions are no less important than the IITs and IIMs.

Modi encouraged the participants to share their experiences and suggestions with the government to help improve India's skill training system, the statement said.

WorldSkills is a leading international skills competition, bringing together young professionals to demonstrate excellence in a wide range of vocational and technical skills.

During the interaction with Modi, the participants shared their experiences from the competition. They also discussed the importance of adapting to new tools and software.

Empowering States is key to Viksit Bharat: PM

DEVELOPMENT MANTRA. Always committed to cooperative federalism, says Modi at the inauguration of projects totalling ₹13,000 crore in Chennai

Our Bureau
Chennai

Prime Minister Narendra Modi on Sunday said empowering States was central to India's development, emphasising that the country's progress depended on enabling individual States to achieve their aspirations.

Addressing a gathering in Chennai at the launch of over ₹13,000 crore worth of development projects at IIT Madras, Modi said his experience as a Chief Minister had strengthened his understanding of the expectations of States and shaped his approach towards cooperative federalism.

Modi inaugurated the 15-km Poonamallee-Vadapalani stretch of Phase II of the Chennai Metro Rail Project, built at a cost of around ₹4,900 crore and laid the foundation stone for and dedicated various development projects. "I have always carried the mantra of developing the country through the development of the State," he said in the presence of Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay. The PM said changes in governments had not altered his commitment to the State's development.

"In the last 25 years, I have always accorded topmost importance to national progress and cooperative federalism. I have had the honour of working with Jayalalithaa, Karunanidhi ji, O Panneerselvam, Edappadi K Palaniswami, MK Stalin and now Vijay. My commitment to the development of Tamil Nadu and to serving its people has always remained unwavering," he said

PM noted that initiatives such as Make in India and Vocal for Local were benefiting industries in the State. The Centre was working to strengthen the entire manufacturing chain, from components and technology to finished products, he said.



Prime Minister Narendra Modi and Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay in Chennai on Sunday

KEY PROJECTS

The Centre is investing around ₹17,000 crore to develop the VO Chidambaranar Port in Thoothukudi as a megacontainer and green energy hub. Once completed, the project will enable ultra-large container vessels to call at the port, strengthening Tamil Nadu's links with global trade, Modi said.

Reiterating the need for collaboration between the Centre and States, Modi said the Union government was committed to providing the support needed for Tamil Nadu's continued development.

Modi laid the foundation stone of and inaugurated key National Highway projects, including the 36-km, four-laned Vaduguppatti-Therkuvengunallur section of NH-744, worth around ₹3,700 crore. He also laid the foundation stone of the Group II/III Lube Oil Base Stocks (LOBS) project at the existing Manali Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL) in Chennai costing around ₹1,620 crore. At IIT-Madras, Modi dedicated to the nation the Sudhu Gopalakrishnan Brain Centre (SGBC) at IIT Madras.

Clear metro phase III, release ₹5,110 cr education funds: TN CM

Chief Minister C Joseph Vijay urged the Centre to expedite approvals for key infrastructure projects in the State, including the Chennai Metro Rail Phase III, metro rail projects in Coimbatore and Madurai, and high-speed rail corridors connecting Chennai with Kanyakumari and Coimbatore. He also sought the release of ₹5,110 crore in pending central funds under the Samagra Shiksha scheme without any conditionalities.

Addressing an event in Chennai on Sunday where the PM launched development projects worth ₹13,000 crore, CM Vijay emphasised the role of States in the country's development.

Tamil Nadu had consistently contributed to India's economic, social and cultural progress, cooperation between the Union and State governments should translate into tangible benefits for people, Vijay said.

Vijay also asked the Prime Minister to reconsider the proposals for metro rail projects in Coimbatore and Madurai, citing the future development and economic growth of western and southern Tamil Nadu. He sought approval for an inter-State metro rail link between Hosur in Tamil Nadu and Bommasandra in Karnataka.

Vijay urged the Centre to accord priority to the Godavari–Cauvery river linking project and take it up as a national project.

India and Canada together contributing to prosperous, stable world: Modi to Carney

Suhasini Haidar
NEW DELHI

India and Canada are together contributing to a "more stable and prosperous world", said Prime Minister Narendra Modi after a call with Canadian Prime Minister Mark Carney, during which they agreed to conclude a trade agreement soon.

The phone call on Tuesday night came even as senior Canadian Ministers, including Foreign Minister Anita Anand and Minister of International Trade Maninder Sidhu, are in Delhi for talks with their counterparts – External Affairs Minister S. Jaishankar and Commerce Minister Piyush Goyal – in a bid to "reset" ties between the two countries.



Narendra Modi and Mark Carney shake hands during the 2025 G20 Summit. FILE PHOTO

and law enforcement", without mentioning the Nijjar killing case that had led to the suspension of relations between the two nations from 2023 to 2025.

On Wednesday morning, Ms. Anand and Mr. Jaishankar will be part of a panel discussion to discuss

tive". "We agreed to build on the positive momentum in India-Canada ties and work towards concrete outcomes across key areas of our Strategic Partnership, including trade, energy, technology, security and people-to-people ties," Mr. Modi said in a post on social media.

The Canadian Prime Minister's office put out a more detailed readout of the conversation, adding that the two leaders had discussed defence and security as well as reaffirmed their commitment to conclude negotiations on the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) at the "earliest opportunity," and to double

জনসেবা সম্প্রচার দিবস – ১২ নভেম্বর

এক গৌরবময় যাত্রা যা লালন করে

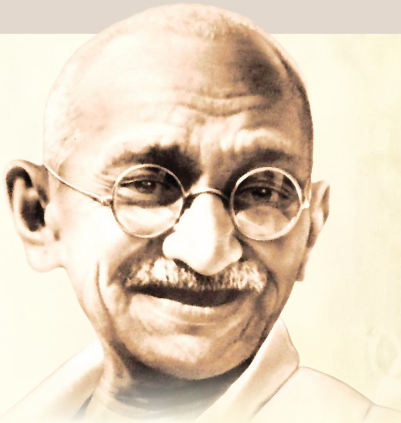
জনসচেতনতা, গণতন্ত্র ও সংলাপ

১৯৪৭ সালের ১২ নভেম্বর জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী, অল ইন্ডিয়া রেডিও (আকাশবাণী) –এর মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তা স্মরণে প্রতি বছর জনসেবা সম্প্রচার দিবস পালন করা হয়। ২০০০ সালে, তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ঘোষণা করেন যে এই বিশেষ দিনটি জনসেবা সম্প্রচার দিবস হিসেবে পালিত হবে। তখন থেকে প্রতি বছর আকাশবাণী ভবনে বিশেষ অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন করা হয়...

বাপু বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন

- সেই ঐতিহাসিক দিনে, বাপু দেশভাগের যন্ত্রণা সহ্য করে কুরুক্ষেত্রে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।
- তাঁর সেই বার্তার স্মৃতিতে, সেই স্টুডিওটি এখন 'বাপু স্টুডিও' নামে পরিচিত।
- এই উপলক্ষে আকাশবাণী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে বাপুর প্রিয় ভজনগুলি পরিবেশন করা হয়।





যখন আমি শুনলাম যে আপনাদের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ উদ্বাস্তু আছেন এবং তখনও মানুষ আসছেন, আমি গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলাম... আমি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম এবং আপনাদের কাছে এসে পৌঁছানোর জন্য এক তাগিদ অনুভব করেছিলাম।

- মহাত্মা গান্ধী (অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রদত্ত ভাষণ, ১২ নভেম্বর ১৯৪৭)

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 NOVEMBER 1-15, 2026

RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: October 19, 2026 Pages: 52)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003